Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Magh 23, 1432 Bangla, February 06, 2026, Friday, No. 37, 56th year

H I G H L I G H T S

Army Chief General Waker-Uz-Zaman has put special emphasis on performing duties through professionalism, impartiality, discipline, patience & citizen-friendly behavior in national elections & Referendum. [BBC: 03]

Foreign Affairs Adviser Md. Touhid Hossain has stated that no foreign diplomats have pressured the interim govt. to allow the banned Awami League to participate in upcoming parliamentary polls. [Jago FM: 22]

The interim government will hand over power to the elected government as quickly as possible after the national elections-- said Chief Adviser's press secretary Shafiqul Alam. [BBC: 06]

Activists & supporters of the Inquilab Mancha have a sit-in outside the Chief Adviser's official residence, Jamuna, demanding an impartial investigation under UN supervision into the killing of Osman Hadi. [BBC: 04]

NCP Convener Nahid Islam has said that Delhi's hegemony will no more work in Bangladesh and asserted that the people of the country will decide who forms the next govt. [BBC: 03]

Bangladesh Jamaat-e-Islami Amir Dr Shafiqur Rahman has said no one will be spared from justice under his party's vision of governance, even if the accused is the Prime Minister. [Jago FM: 20]

The annual report of Human Rights Watch highlights that politically motivated & arbitrary detentions, which had become 'entrenched' under the Awami League govt, have continued under the interim govt. [BBC: 12]

ICT has sentenced six people including former MP Saiful Islam to death for killing 7 people in Ashulia, Dhaka during July-August mass uprising. 7 others have been given life imprisonment. [BBC: 05]

Around 13,000 export-laden containers are stranded at Chittagong Port due to an ongoing work stoppage by dock workers protesting the leasing of a terminal, with the value of goods in these containers estimated at about $660 million. [DW: 18]

PM Shehbaz Sharif has said Pakistan's decision to boycott the game against India at T20 World Cup 2026 was a show of solidarity with Bangladesh, following their removal from the tournament. [DW: 19]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ২৩, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ০৬, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ৩৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও নাগরিকবান্ধব আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। [বিবিসি: ০৩]

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বিদেশি কূটনীতিকরা কোনো চাপ সৃষ্টি করেননি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। [জাগো এফএম: ২২]

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের পর ”সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে„ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। [বিবিসি: ০৬]

জাতিসংঘের অধীনে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র প্রয়াত ওসমান হাদির হত্যার তদন্ত নিশ্চিত করতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নিয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের কর্মী-সমর্থকরা। [বিবিসি: ০৪]

বাংলাদেশের সরকার কে গঠন করবে, তা নির্ধারণ করবে এ দেশের জনগণ। দিল্লি থেকে কোনো ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না এবং দেশে আর কখনও দিল্লির দাদাগিরি চলবে না -- এনসিপি,র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। [বিবিসি: ০৩]

একজন সাধারণ নাগরিক অপরাধ করলে যে শাস্তি ভোগ করতে হয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী একই অপরাধে জড়ালে তার ক্ষেত্রেও সমান শাস্তি কার্যকর করা হবে -- জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। [জাগো এফএম: ২০]

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নির্বিচারে আটক যেমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও তা জারি থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বার্ষিক প্রতিবেদনে। [বিবিসি: ১২]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সাভারের আশুলিয়ায় ছয়জনের লাশ পোড়ানোসহ সাতজনকে হত্যার ঘটনায় সাবেক এমপি সাইফুল ইসলামসহ ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সাতজনকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। [বিবিসি: ০৫]

চট্টগ্রাম বন্দরে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে আটকে আছে প্রায় ১৩ হাজার একক রপ্তানি পণ্যের কনটেইনার। এসব কনটেইনারে থাকা পণ্যের মূল্য আনুমানিক ৬৬ কোটি মার্কিন ডলার। [ডয়চে ভেলে: ১৮]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়ার পর তাদের পাশে দাঁড়াতেই ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। [ডয়চে ভেলে: ১৯]

বিবিসি

নির্বাচনে নিরপেক্ষ আচরণের নির্দেশ সেনা প্রধানের, মতবিনিময়ে উঠে এসেছে দুটি উদ্দেশ্যের কথা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও নাগরিকবান্ধব আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বৃহস্পতিবার ঢাকার গুলিস্তানে জাতীয় স্টেডিয়ামে অবস্থিত সেনা ক্যাম্প পরিদর্শন এবং বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি এই আহ্বান জানান। ওই মতবিনিময়ে সেনাপ্রধান তার দুটি মূল উদ্দেশ্যের কথাও তুলে ধরেন বলে জানান সেনা সদরের সামরিক অপারেশনস পরিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন। প্রথম উদ্দেশ্য, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে বেসামরিক প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, তাদেরকে আশ্বস্ত করা যে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে-কোনো দায়িত্ব পালন বা সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত থাকবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, সাধারণ জনগণের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে একটি আস্থার জায়গা তৈরি করা এবং একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেওয়া যে, বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কমিশন, বেসামরিক প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী সকলে সমন্বিতভাবে একটি সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। মতবিনিময় সভায় সেনাবাহিনী প্রধান উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, ঢাকা মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা হয়। পাশাপাশি, 'ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার,-এর আওতায় মোতায়েন থাকা সেনা সদস্যদের কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন সেনাপ্রধান এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশে দিল্লির দাদাগিরি চলবে না : নাহিদ ইসলাম

"বাংলাদেশের সরকার কে গঠন করবে, তা নির্ধারণ করবে এ দেশের জনগণ। দিল্লি থেকে কোনো ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না এবং বাংলাদেশে আর কখনও দিল্লির দাদাগিরি চলবে না,„ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর এক খবরে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার বড়ঘোপে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদের সমর্থনে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, "৫ আগস্টের পরে যারা নতুন করে চাঁদাবাজি, জমি দখল এবং ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসনের নীতি নিয়েছে, তারাই বাংলাদেশের নতুন জালেম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই জালেমদের রুখে দেওয়ার দিন হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি।„ তিনি বলেন, "আমাদের এই নির্বাচনি লড়াই শুধু কক্সবাজার-২ আসনের জন্য নয়, বরং পুরো বাংলাদেশে ১১ দলীয় ঐক্যজোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি- বাংলাদেশকে আধিপত্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, দুর্নীতিবাজ ও লুটেরাদের হাত থেকে দখলমুক্ত করার জন্য।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদেরকে কে শপথ পড়াবেন, যা জানালেন আইন উপদেষ্টা

বাংলাদেশে বিগত জাতীয় সংসদের স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের নতুন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানোর সুযোগ নেই, এমন কথা জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি সম্ভাব্য কিছু উপায়ের কথা বলেছেন। "আমাদের স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের মাঝে একজন নিখোঁজ। আরেকজন জেলে আছে। তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর কিছু মামলা আছে। তারা পদত্যাগও করেছে, বিশেষ করে স্পিকার। এই অবস্থায় উনাদের দ্বারা শপথগ্রহণ করানোর কোনো ধরনের সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না,„ বলেন তিনি। এরপর তিনি বলেন, যে আইনে আছে, স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার যদি শপথগ্রহণ করাতে না পারেন, তাহলে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করাবেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, "বর্তমান প্রধান বিচারপতি রাজি থাকলে উনিও হতে পারেন।„ এছাড়া, নির্বাচিত হওয়ার তিনদিনের মধ্যে যদি শপথগ্রহণ না করানো হয়, তাহলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারও শপথগ্রহণ করাতে পারবেন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "এটি হলে আমাদের তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আসলে অপেক্ষা করতে চাই না। নির্বাচন হওয়ার পরে আমরা যত দ্রুত সম্ভব শপথগ্রহণের ব্যবস্থা করতে চাই।„ এক পর্যায়ে তিনি আরও জানান, "এখন এটি সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত, এখনই চূড়ান্ত কিছু বলতে পারব না এবং "মন্ত্রীদেরকে রাষ্ট্রপতিই সবসময় শপথগ্রহণ করান। তাহলে এবার রাষ্ট্রপতি নয় কেন?„ সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা তো এমপি নিয়ে কথা বলছি ভাই। তারপর কী হবে, ওনারা নিজেরা বুঝবে।„ উল্লেখ্য, জুলাই আন্দোলনের পর দ্বাদশ

জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী পদত্যাগ করেছেন। তার আগে, আগস্ট মাসে ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু গ্রেফতার হন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের জন্য পাকিস্তানকে ধন্যবাদ আসিফ নজরুলের

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে এক পোস্টে এ ধন্যবাদ জানান তিনি। ”ধন্যবাদ পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে তার দেশ ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার মন্ত্রিসভার সদস্যদের তিনি বলেন, আমরা ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলব না। কারণ খেলার মাঠে কোনো রাজনীতি থাকা উচিত নয়। আমরা খুব ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আমি মনে করি, এটি খুবই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত,„ লিখেছেন আসিফ নজরুল। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশিদের ভিসা না দেওয়ার জন্য 'সিস্টেমকে' দায়ী করলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে না, ”পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে এই দায় স্বীকার করতে রাজি না আমি। এটা দেশের দায়, পুরো সিস্টেমের দায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও না, ব্যক্তিগতভাবে আমারও না,„ বলে মন্তব্য করেছেন অচিরেই বিদায় নিতে যাওয়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি। তার ওই কথার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, ”পৃথিবী জুড়ে প্রচুর সুযোগ আছে। আমরা তা নিজেদের দোষে ব্যবহার করতে পারছি না। ভিসা দেয় না, এর জন্য সম্পূর্ণভাবে আমরা দায়ী। প্রধান উপদেষ্টা নিজেই বলেছেন, জালিয়াতিতে আমরা একেবারে সেরা। আপনি যখন জালিয়াতি করবেন, তখন আপনার কাগজ কেন বিশ্বাস করবে?""ভিসা বলুন, অ্যাডমিশন বলুন, সবকিছু কাগজের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কাগজ দেখে বিশ্বাস করানোর দায়িত্ব আমাদের। যদি দেখা যায়, কোনো মহিলা কোনো দেশে মেইডের চাকরি করতে গেছেন, কিন্তু তার ভিসা হলো ফ্রন্ট অফিসার ম্যানেজার হিসেবে। চিন্তা করুন যে, আমরা কী পরিমাণ ধাপ্পাবাজি করেছি। আমরা যতক্ষণ ঘর না গোছাবো, এই সমস্যার সমাধান হবে না। আরও দুঃসময়ও আসতে পারে,„ বলে সতর্কও করেন। এ সময় তিনি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়েও মন্তব্য করেন। ”ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ, এতে সন্দেহ নাই। আমরা তাদের সাথে গুড ওয়ার্কিং রিলেশন চেয়েছিলাম। এখানে সফল হয়েছি, তা বলতে পারি না। কারণ সম্পর্কটা থমকে আছে। আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না। ভারত তাদের স্বার্থ চিন্তা করেছে, আমরাও আমাদের স্বার্থ চিন্তা করেছি। দুইপক্ষের নিজস্ব স্বার্থের ধারণায় তফাত থাকায় অনেক ক্ষেত্রে এগোতে পারিনি,„ বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক 'মসৃণ ছিল না' স্বীকার করে নিয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, তার উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ পরবর্তী সরকার নিশ্চয়ই ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক 'মসৃণ' করবে। এদিকে, বিদায়ের সময়ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে অন্তর্বর্তী সরকার যে-সব চুক্তি সই করছে, সেগুলো পরবর্তী সরকারের জন্য বোঝা হয়ে যাবে কি না, সাংবাদিকরা এমন এক প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, ”আমি উল্টোটা মনে করি। আমি মনে করি, আমরা অনেক ইস্যু এগিয়ে দিচ্ছি, যাতে পরবর্তী সরকারের জন্য কাজ করা সহজ হয়।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

জাতিসংঘের অধীনে ওসমান হাদির হত্যার তদন্তের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের যমুনার সামনে অবস্থান

জাতিসংঘের অধীনে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র প্রয়াত ওসমান হাদির হত্যার তদন্ত নিশ্চিত করতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নিয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের কর্মী-সমর্থকরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে তারা সেখানে অবস্থান নিয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পাতা থেকে একটি পোস্টে জানানো হয়, ”চারপাশে শত-শত পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে রাখা হয়েছে। লাঠিসোঁটা নিয়ে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে।„ এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে রমনা থানার এসআই মাজেদ আলী বিবিসিকে বলেন, ”আন্দোলনকারীদের সংখ্যা আনুমানিক ২০-৩০ জন। তাদেরকে যমুনার সামনে থেকে সরানোর জন্য আমরা কথা বলছি।„ তিনি বলেন, ”আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছে। মাঝে মাঝেই স্লোগান দিচ্ছে।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচনের ছুটিতে যান চলাচলে বিধি-নিষেধ থাকলেও, চলবে মেট্রোরেল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে সব ধরনের যান চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলেও, এ সময় মেট্রোরেল চলাচল করবে বলে জানিয়েছে মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। ডিএমটিসিএল-এর পরিচালক একেএম খায়রুল আলম বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে সাধারণ ছুটির দিনগুলোয় ঢাকার যাত্রীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখতে এবং ভোট প্রয়োগ

সহজ করতে স্বাভাবিক কর্মদিবসের মতোই মেট্রো ট্রেন চলাচল করবে। এক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। তবে, যে-সব স্টেশনের গেট ভোটকেন্দ্রের একেবারে পাশে অবস্থিত, সেসব গেট বন্ধ রাখা হতে পারে বলে জানা গেছে। এছাড়া, বাকি সব গেট খোলা থাকবে। নির্বাচনকালীন সময়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ডিএমটিসিএল ও সংশ্লিষ্ট সবার ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এর আগে, সারা দেশে যান চলাচলের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে ২ ফেব্রুয়ারি প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়। বলা হয়েছিল, ১১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকবে। এছাড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত টানা ৭২ ঘণ্টা সারা দেশে মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে, জরুরি প্রয়োজনে এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কাজে এই বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিকদের কর্মবিরতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে নৌ-উপদেষ্টা, বাইরে উত্তেজনা

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি কোম্পানিকে লিজ দেওয়ার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক-কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির মধ্যে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছেন নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন। এ বিষয়ে সমাধান খুঁজতে বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে বন্দর ভবনে আসেন নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা। তবে, তার আসাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনরতদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রথমে তারা বন্দর ভবনের প্রবেশের পথে উপদেষ্টার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ করেন। উপদেষ্টা বন্দর ভবনে ঢোকার সময় বিক্ষোভরত শ্রমিক-কর্মচারীরা 'ডিপি ওয়ার্ল্ডের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান', 'গো ব্যাক অ্যাডভাইজার গো ব্যাক', 'মা-মাটি-মোহনা, বিদেশিদের দেব না,, 'ভুয়া, ভুয়া' এমন নানা স্লোগান দিতে থাকেন। দুবাইভিত্তিক অপারেটর ডিপি ওয়ার্ল্ডকে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি বৃহস্পতিবার ষষ্ঠ দিনে গড়াল। গত শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দৈনিক আট ঘণ্টা করে কর্মবিরতি শুরু করেন বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা। পরে মঙ্গলবার সকাল থেকে ২৪ ঘণ্টা সর্বাত্মক কর্মবিরতি ও বুধবার সকাল থেকে লাগাতার কর্মবিরতি ঘোষণা করে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম ঐক্য পরিষদ। বন্দরের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আটকা পড়েছে হাজার হাজার রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলায় আওয়ামী লীগ এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে আশুলিয়ায় ছয় মরদেহ পোড়ানো ও একজনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক এমপি সাইফুল ইসলামসহ ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং সাতজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন আদালত। বাকি আসামিদের মধ্যে দুইজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেওয়া শেখ আবজালুল হককে ক্ষমার আদেশ দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর সোয়া ১টার দিকে বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ রায় ঘোষণা শুরু করে। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। সাইফুল ইসলাম ছাড়া মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বাকি আসামিরা হলেন- আশুলিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক এএফএম সায়েদ রনি (পলাতক), সাবেক এএসআই বিশ্বজিৎ সাহা (পলাতক), যুবলীগ কর্মী রনি ভুঁইয়া (পলাতক), এসআই আব্দুল মালেক, কনস্টেবল মুকুল চোকদার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন- ঢাকা রেঞ্জের সাবেক উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) সৈয়দ নুরুল ইসলাম (পলাতক), ঢাকা জেলার সাবেক পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান রিপন (পলাতক), সাবেক পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান (পলাতক), সাবেক পুলিশ পরিদর্শক নির্মল কুমার দাস (পলাতক), ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) মো. আব্দুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহিদুল ইসলাম, পরিদর্শক মো. আরাফাত হোসেন। এসআই আরাফাত উদ্দিন, এএসআই কামরুল হাসানকে সাত বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সাবেক এমপি সাইফুলকে কয়েকটি অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ভিকটিমদের পরিবারের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। গত বছরের ২১ আগস্ট ১৬ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেয় ট্রাইব্যুনাল-২। আসামিদের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন আটজন আসামি। বাকিরা পলাতক। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ৫ আগস্ট ওই ছয়জনকে হত্যার পর মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে সে সময়েও জীবিত ছিল একজন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

গুম, নির্যাতনের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত

রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে খবর প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা। এর ফলে, নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এ দেওয়া বাংলাদেশের সংরক্ষণী শর্ত প্রত্যাহার হলো। এতে করে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা ক্ষতিপূরণ ও

পুনর্বাসন পাওয়ার সুযোগ পাবেন। নির্যাতনের কারণে কেউ মারা গেলে, তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরাও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই প্রস্তাব অনুমোদনের কথা জানায়। গত ২৯ ডিসেম্বর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকে এই সংরক্ষণী শর্ত প্রত্যাহারের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রেস উইং-এর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্যাতনবিরোধী কনভেনশনটি ১৯৮৪ সালে গৃহীত হয় এবং বর্তমানে ১৭৩টি দেশ এটি সমর্থন করেছে। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে কনভেনশনটিতে যোগ দেয়। তবে, অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ পাঁচটি দেশ বাহামা, ফিজি, নিউজিল্যান্ড, সামোয়া ও যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিতে যোগদানের সময় সংরক্ষণী শর্ত দিয়েছিল। এই সংরক্ষণী শর্তের কারণে এতদিন রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায্য ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের অধিকার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এখন সংরক্ষণী শর্ত প্রত্যাহার হওয়ায় সেই বাধা দূর হলো। উপদেষ্টা পরিষদ মনে করছে, এই সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এতে মানবাধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি, রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাও বাড়বে। উল্লেখ্য, এটি বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের পুরোনো দাবি ছিল।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

পুরান ঢাকার একটি ভোটকেন্দ্র থেকে ১৫২টি ক্রিকেট স্ট্যাম্প উদ্ধার

পুরান ঢাকার কাঠেরপুল এলাকার জন্য নির্ধারিত একটি ভোটকেন্দ্র থেকে ১৫২টি ক্রিকেট স্ট্যাম্প উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সূত্রাপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাইমিনুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে এটি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, অস্ত্র মজুত আছে- এমন খবর পেয়ে তারা গতকাল রাত ১টার দিকে ম্যাজিস্ট্রেটসহ ওই ভোটকেন্দ্রে যান, ”ভোটকেন্দ্রটি তখন বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ঘিরে রেখেছিল। সেখানে গিয়ে তারা ১৫২টি ক্রিকেট স্ট্যাম্প পান এবং অভিযান শেষে সেগুলো থানায় নিয়ে আসেন। স্ট্যাম্পগুলো কারা জড়ো করেছে, জানা গেছে কি না, জানতে চাইলে তিনি না সূচক জবাব দেন এবং বলেন, এর পেছনে রাজনৈতিক কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল কি না, সে বিষয়ে তারা এখনো নিশ্চিত না। উল্লেখ্য, কাঠেরপুল এলাকার কসমোপলিটন স্কুল ভবনটিই হলো সেই ভোটকেন্দ্র।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

পল্লবীর বিহারি ক্যাম্পে মিললো একই পরিবারের চারজনের মরদেহ

ঢাকার পল্লবী এলাকার ওয়াপদা বিহারী ক্যাম্প থেকে একই পরিবারের চারজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পল্লবী জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. আশরাফুল ইসলাম এটি বিবিসিকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আজ সকাল ১০-১২টার মাঝে এই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুপুরে খবর পেয়ে তারা লাশ উদ্ধার করেন। মৃতদের দুইজন শিশু। তাদের একজনের বয়স আনুমানিক দেড় বছর, আরেকজনের চার বছর। মৃত্যুর কারণ জানা গেছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ”এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। তবে, আমাদের প্রাথমিক ধারণা, বাবা প্রথমে তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যা করার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন।„ ”অভাবী পরিবার তো, উনি রিকশাচালক ছিলেন, হতেও পারে। কিন্তু এটা হলে উনি কেন এমন করেছেন, তা নিশ্চিত না। এরা বিহারি পরিবার, সবাই একসাথে থাকে। এদের পাশেই ভাই থাকে, মা থাকে। তাদের সাথে কথা বলে আমরা এখনো কোনো মোটিভ পাইনি,„ যোগ করেন পল্লবী জোনের এডিসি। তিনি আরও জানান, ওই দম্পতির আরও একটি সন্তান আছে, যার বয়স আনুমানিক ১১ বছর। ”এই ঘটনা ঘটার সময় ওই বাচ্চাটা কাছে ছিল না। সে তার দাদীর কাছে ছিল।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

রমজানে অফিসের নতুন সময় নির্ধারণ

আসন্ন রমজানকে ঘিরে অফিসের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। প্রেস সচিব জানান, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রমজানের কর্মঘণ্টা সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে দুপুর সোয়া ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ১৫ মিনিট জোহরের নামাজের বিরতি থাকবে। রমজান মাসে সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস নতুন সময়সূচি অনুযায়ী চলবে। তবে ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টসহ অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান আসন্ন রমজানে নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী, অফিস সূচি নির্ধারণ করবে বলেও জানিয়েছেন প্রেস সচিব। চাঁদ দেখাসাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে রমজান মাস শুরু হতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচনের পর সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে : প্রেস সচিব

ত্রয়োদশ নির্বাচনের পর ”সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে„ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ”যদি দেখা যায়, তিনদিনের মাঝে এমপিরা শপথ নিয়েছেন এবং নেওয়ার পর

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে, তাহলে তিনদিনের মাঝেও, অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারির মাঝেও ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে যেতে পারে,„ বলেন শফিকুল আলম। তিনি আরও জানান, ”আমার মনে হয় না, এটা ১৭ বা ১৮ ফেব্রুয়ারির পরে যাবে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

এ বছর বইমেলা শুরু হবে ভোটের পর ২০ ফেব্রুয়ারি

ভাষা শহিদদের স্মরণে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা সাধারণত ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হলেও, এ বছর বইমেলা শুরু হবে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে, খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। আজ বৃহস্পতিবার বাংলা অ্যাকাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে বইমেলা সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ড. মো. সেলিম রেজা। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, মাসব্যাপী এই বইমেলা আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু বাস্তবতার কারণে অন্যান্য বছরের মতো এ বছর বইমেলা ১ ফেব্রুয়ারি শুরু করা সম্ভব হয়নি। ২০ ফেব্রুয়ারি এবারের বইমেলা শুরু হবে। এছাড়া, প্রকাশকদের দাবির প্রেক্ষিতে গত বছরের তুলনায় স্টল ভাড়া ২৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে বইমেলা সংক্রান্ত সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ পাওয়া গেছে। স্টল নির্মাণ কাজ চলছে। বইমেলার আলোচনা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। বইমেলার স্টল বরাদ্দের বিষয়ে তিনি বলেন, গত বছর যে সকল প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্য থেকে ৫২৭টি প্রতিষ্ঠান এবং নতুন ৫৩টি প্রতিষ্ঠান স্টল বরাদ্দের আবেদন করেছে। স্থান সংকুলানের বাস্তবতায় গত বছরের ৫২৭টি প্রতিষ্ঠান ও নতুন ২৪টি প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বলেন, যেহেতু এই মেলা রমজান মাস জুড়ে হবে, তাই মেলা প্রাঙ্গণে তারাবির নামাজ পড়ার ব্যবস্থা, ইফতার করার জন্য ফুড স্টলগুলো সাজানো হয়েছে। এছাড়া, মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির ব্যবস্থা থাকবে। প্রকাশকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেই আমরা এসব ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করেছি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ এলিনা)

জামায়াতের বিরোধিতা করার জন্য নির্বাচনি প্রচারণায় মুক্তিযুদ্ধকেই কেন সামনে আনছে বিএনপি?

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হওয়ার পর থেকে বিএনপি নেতাদের বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি, প্রচারণা চালানোর সময় বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকার প্রসঙ্গ টানছেন, করছেন সমালোচনা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর বিতর্কিত ভূমিকা বাংলাদেশে বহুল আলোচিত বিষয়। অপরদিকে, বিএনপি সব সময় বলে আসছে যে, তারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দল। এদিকে, ভোটের মাঠে আওয়ামী লীগ না থাকায় জামায়াতে ইসলামীই হলো এবারের নির্বাচনে বিএনপির সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটা দীর্ঘ সময় ধরে দুই দল জোটবদ্ধ হয়ে রাজনীতি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অবস্থান করার পরও বিএনপি এর আগে একাধিকবার জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট বেঁধে নির্বাচন করেছে, আন্দোলন করেছে, সরকার গঠন করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, জামায়াতের বিরোধিতা করার জন্য এখন মুক্তিযুদ্ধকে সামনে আনার পেছনে বিএনপির রাজনৈতিক কৌশল, ভোটের অঙ্ক ও বর্তমান বাস্তবতা-সবকিছুই কাজ করছে। তবে, এটি আদর্শগত পুনর্মূল্যায়ন, নাকি নির্বাচনের প্রয়োজনে অবস্থান বদল? এর উত্তরে বিএনপি বলছে, একাত্তরে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা দলের ˋনীতিগত অবস্থান,। তবে জামায়াতের মতে, একটা ”মীমাসিংত বিষয়„ নিয়ে কথা বলাটা এখন অবান্তর।

নির্বাচনি প্রচারণায় মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে জোর

এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে আলোচিত তিনটি রাজনৈতিক দল হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এর মাঝে এনসিপি এবার জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোট থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই বিএনপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এখন ভোটের মাঠে রয়ে যাচ্ছে দলটির এক সময়ের মিত্র বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। কিন্তু নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, দুই দলের মাঝে বাগ্যুদ্ধ ও তিক্ততা তত বেড়ে চলেছে। যদিও এর আগে দুই দলের নেতারা বলেছিলেন যে, তারা দোষারোপের রাজনীতি করবেন না। একদিকে জামায়াত যেমন অতীতে বিএনপির আমলে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির নানা অভিযোগ তুলছে, অন্যদিকে বিএনপি জামায়াতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার বিষয়টি সামনে আনছে। গত ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণা শুরু হলে সেদিনই বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিলেটের এক নির্বাচনি সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে বলেছেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ”মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার সময় অনেকের ভূমিকা আমরা দেখেছি।„ তিনি বলেছেন, ”আরে ভাই, আপনাদেরকে তো মানুষ একাত্তরে দেখেছে; ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। একাত্তরে মানুষ দেখেছে আপনারা কীভাবে দেশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।„ ওইদিনের আগে-পরে তারেক রহমান তার বিভিন্ন বক্তব্যে এ প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন। শুধু তিনি নন, বিএনপির শীর্ষ নেতাও একাত্তর ও জামায়াত প্রসঙ্গে একই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন। বুধবার, ২৮ জানুয়ারিও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ”এই দলটা

১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। এই দলটা সেই দল, যারা আমাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে নাই।„ ”'যারা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, তাদের হাতে কি দেশ চালানোর দায়িত্ব দেওয়া যায়?„ ঠাকুরগাঁওয়ের ওই সভায় তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন করেন।

জামায়াত ও বিএনপির দীর্ঘদিনের পথচলা

২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের এই দীর্ঘ শাসনামলে রাজনীতির মাঠে বিএনপি ও জামায়াত, দুই দলই অনেকটা কোণঠাসা অবস্থায় ছিল। এই সময়ের মাঝে বিএনপি চেয়ারপার্সন প্রয়াত খালেদা জিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য বিএনপি নেতারাও হামলা, মামলা, কারাবরণের শিকার হয়েছেন। অপরদিকে, মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য গোলাম আযমসহ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃত্বের অভিযুক্তদের তখন বিচার শুরু হয়। অনেক শীর্ষ জামায়াত নেতার মৃত্যুদণ্ডও হয়। সুতরাং, সেই পরিস্থিতির কারণে এই পুরোটা সময়ে সরকার বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে দুই দলকে পাশাপাশি দেখা গেছে। কিন্তু তার আগেও তাদের বন্ধুত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। অভিযোগ রয়েছে, জামায়াতে ইসলামীসহ যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, তাদের পুনর্বাসন করেছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। বিশ্লেষকদের মতে, জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলে, তখন স্বাধীনতাবিরোধীদের সুযোগ দিয়েছিলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল, আওয়ামী লীগ বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন মনে করেন, আওয়ামী লীগ বিরোধিতার দিক থেকে আদর্শিকভাবে এই দুই দল এক এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতকে পুনর্বাসন করার ক্ষেত্রে ”প্রধান ক্রেডিট„ বিএনপির। মূলত, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ ধারা অনুযায়ী, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। যেহেতু জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির মূল উপজীব্য ধর্ম, তাই বাংলাদেশে তখন তাদের অস্তিত্ব দৃশ্যত বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর দৃশ্যপট বদলে যেতে থাকে। তার মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

এরপর জামায়াতে ইসলামীর আত্মপ্রকাশ করা ছিল শুধুই সময়ের ব্যাপার। কিন্তু জামায়াত ইসলামী সাথে সাথে আত্মপ্রকাশ করেনি। তারা কিছুটা কৌশলী ভূমিকা অবলম্বন করে। যেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধচারণ তখনও সবার মনে টাটকা ছিল, সেজন্য দলটি তাৎক্ষণিকভাবে জামায়াতে ইসলামী নামে আত্মপ্রকাশ করেনি। এজন্য তারা ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দল বেছে নেয়। ১৯৭৬ সালের ২৪ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও আরো কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দল মিলে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আই.ডি.এল) নামের একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করে। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা এই দলটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসেন। আই.ডি.এল-এর ব্যানারে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নেতা ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে ছয়টি আসনে জয়লাভ করেন। সেবারই প্রথম জামায়াতে ইসলামীর নেতারা স্বাধীন বাংলাদেশের সংসদে আসেন। এরপর থেকে জামায়াতে ইসলামী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমাবেশও করেছে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময়ও জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক তৎপরতা প্রকাশ্যে ছিল। সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালে যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসনে জয়লাভ করে। সেই নির্বাচনে বিএনপি বেশি আসন পেলেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের ছিল না। ফলে জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট বেঁধে তখন সরকার গঠন করে বিএনপি। এরপর ২০০১ সালেও বিএনপি-জামায়াত জোট বেঁধে নির্বাচন করেছিল ও সরকার গঠন করেছিল। সেই সময়ের চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন তৎকালীন জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। এ দু-জনকেই পরে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে।

'জামায়াত সঙ্গে থাকলে সঙ্গী, না থাকলে হয় জঙ্গি'

মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে বিএনপি হঠাৎ করে যেভাবে সমালোচনা করছে, এটিকে জামায়াত বলছে, আর কোনোভাবে না পেরে বিএনপি এখন ”ভোঁতা হাতিয়ার„ ব্যবহার করছে। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের ভাষায়, ”জামায়াতে ইসলামীকে আদর্শিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, চারিত্রিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা এই ভোঁতা হাতিয়ারকে ব্যবহার করছে, যা এই জাতি এখন আর গ্রহণ করতে চায় না।„ তার মতে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাদের জীবদ্দশায় ”যে বিষয়টি জাতীয় ঐক্যের আলোকে মীমাংসা করে গেছেন, সকলকে নিয়ে একসাথে দেশ গড়ার উদাহরণ তৈরি করেছেন,„ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির উত্তরসূরিরা পরবর্তীতে সেই মীমাংসিত ইস্যুকে ”দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছে।„ ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াত যুগপৎভাবে আন্দোলন করলেও, আনুষ্ঠানিকভাবে তারা জোট বেঁধেছিল ছিল শুধু বিএনপির সাথেই। বিএনপির সাথে জামায়াতের

এই দীর্ঘ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, "প্রত্যেকের সঙ্গে জামায়াত যখন থাকে, তখন জামায়াত সঙ্গী হয়, আর যখন থাকে না, তখন জঙ্গি হয়। এটাই হলো তাদের ন্যারেটিভ। এটা ব্যাড পলিটিক্যাল মোটিফ।„
"১৯৯১ সালে বিএনপি কেন জামায়াতের সাহায্য নিল?„ প্রশ্ন করে তিনি আরও জানতে চান, "তখন বেগম জিয়ার পক্ষে তার নেতৃবৃন্দ গোলাম আজমের কাছে সরকার গঠনে সাহায্যের জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন...তখন কোন ব্যাখ্যায় তারা এলেন?„

এদিকে, এই জামায়াত নেতা যদিও বলছেন যে তাদের মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা মীমাংসিত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক এ প্রসঙ্গে বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "মীমাংসিত হলে তো আর আলোচনা হতো না। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে তো এরকম আলোচনা নাই। এটাই প্রমাণ করে যে মীমাংসিত না, অমীমাংসিত ইস্যু।„ "এখানে গণহত্যার মতো বিষয় আছে। কিন্তু সেটা যদি কেউ ডিনায়ালের মাঝে থাকে, আর বলে যে মীমাংসা হয়ে গেছে, সেখানে বিচার ও সত্যের বিষয় চলে আসে,„ যোগ করেন তিনি।

'কলঙ্ক মোছার দায়িত্ব তো আমরা নেই নাই তখন'

জামায়াতের সাথে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলন করা এবং দলটির সাথে মিলে জোট সরকার গঠনের পর হঠাৎ করে বিএনপি এখন মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে জামায়াতের সমালোচনা করছে কেন? জানতে চাইলে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সে সময় জামায়াত বাংলাদেশে লিগ্যাল পার্টি ছিল। জামায়াতকে নিয়ে আওয়ামী লীগও আন্দোলন করছে। আর আমরা একটা স্ট্র্যাটেজিক ইলেকশন পার্টনার তৈরি করেছি।„ তিনি বলেন, ওই জোট করা হয়েছিল শুধুমাত্র "নির্বাচনে ভোটের সমীকরণের জন্য।„ "এর অর্থ এই না যে, তাদের (জামায়াত) কলঙ্ক মুছে গেছে। কলঙ্ক মোছার দায়িত্ব তো আমরা নেই নাই তখন। আমরা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার তৈরি করেছিলাম কেবল,„ ফের বলেন তিনি। নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বড় দল উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "যারা দেশকেই বিশ্বাস করে নাই, তারা সেই দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নিবে? জাতিকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, তাদের ভূমিকা কী ছিল?„ তার ভাষ্য, বিএনপি মনে করে না, ওই সময়ে নির্বাচনের প্রয়োজনে জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট বেঁধেছিল বলে বিএনপি এখন তাদেরকে কিছু বলতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে জামায়াতের সমালোচনা করতে বিএনপিকে আগে কখনও দেখা যায়নি কেন? জানতে চাইলে এই বিএনপি নেতা বলেন, "এখনো আসত না। যদি না তারা আস্ফালন করত, মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেশনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করত, যদি তারা ক্ষমা চাইত। তারা এগুলোর কিছুই করেনি। বরং, জামায়াতের নেতারা মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেশনকে চেঞ্জ করতে চায়। তাই, প্রতিবাদটা সরব রাখতে হবে, যাতে তারা যেন-তেনভাবে এই প্রজন্মকে বোঝাতে না পারে।„ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করাটা বিএনপির এবং মুক্তিযোদ্ধাদের "নীতিগত অবস্থান„ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বিএনপির উদ্দেশ্য আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক?

বিএনপি যদিও বলছে যে, মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে তাদের সাথে জামায়াতের আদর্শিক ভিন্নতা আছে। তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, বিএনপির এই সমালোচনার মূল কারণ আসন্ন নির্বাচন। বিশেষ করে, বিএনপি চাইছে, আওয়ামী লীগের ভোটগুলো যেন তাদের পক্ষে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীনের ব্যাখ্যায়, "বাংলাদেশের অনেক মানুষের আবেগের জায়গা মুক্তিযুদ্ধ। বিএনপির অনেকেও মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে। আর, জুলাই আন্দোলনের পক্ষের অনেকে এবং অনেক আওয়ামী লীগ বিরোধীও মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জামায়াতকে আক্রমণ করাটাকে একটা কৌশল হিসেবে নিয়েছে বিএনপি।„ "শুধুমাত্র জামায়াতকে কেন্দ্র করে বিএনপি কিছু করছে না। এখানে আওয়ামী লীগ যেহেতু নাই এবং প্রতিপক্ষ জামায়াত, তাই বিএনপির সাথে এখন দুটো অস্ত্র। মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্ম। আর মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের তো বিতর্কিত ভূমিকা ছিল, তাই আওয়ামী লীগের ভোটার টানতে এটা করছে।„ রাজনৈতিক বিশ্লেষক, অধ্যাপক সাব্বির আহমেদও এই ভোটব্যাংক প্রসঙ্গে একই কথা বলেন। তবে তিনি এও বলেন, "জামায়াত বিএনপি থেকে আলাদা হয়ে গেছে, এটা বিএনপি মানতে পারছে না। এটা তারা বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে। আর নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পর্ক হলো শত্রু-শত্রু। তখন এটা হবেই, কিছু করার নেই। প্রচারণায় জামায়াতের দুর্বলতা বিএনপি ব্যবহার করবে, আবার জামায়াত বিএনপির দুর্বলতাকে ব্যবহার করবে।„

যদিও বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে বিএনপির জামায়াতের সমালোচনা নির্বাচনি প্রচারণার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না। কারণ, "এটা ইউনিভার্সাল, এটা চিরকাল থাকবে। জামায়াত বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় নাই, বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করেছে, এটা আমরা বারেবারে বলবো,„ যোগ করেন তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র প্রকল্পের একজন গবেষক ছিলেন আফসান চৌধুরী। একাত্তরের ঘটনাবলি নিয়ে অনেকগুলো বইও লিখেছেন তিনি।

মি. চৌধুরীর মতে, "আমাদের দেশে আমরা ইতিহাসকে রাজনীতি বানিয়ে ফেলেছি। এটা শুধু (জামায়াতের সমালোচনা) নির্বাচনের বিষয় না। এটা সকল কালে হয়ে গেছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা (সমালোচনা করছে)

এবং নির্বাচনের পরেও এটা করবে।„ তবে অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন মনে করেন, এখন একদল আরেক দলকে বিষোদ্‌গার করলেও, শেষমেষ এদের ”জোটে ফাটল ধরার সম্ভাবনা কম। কারণ আগের মতো এখনো বাংলাদেশে জামায়াতের শক্ত অবস্থানের পেছনে বিএনপির ভূমিকা রয়েছে।„ ৫ আগস্টের পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজেদের বেশ শক্ত প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। বিশেষ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচনে জামায়াতের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছাত্র-শিবির বিশাল জয় পেয়েছে। ফলে সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের অবর্তমানে জামায়াতকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখছে বিএনপি। এ কারণেই দুই দলই তাদের বক্তব্যে নানাভাবে একে অপরকে আক্রমণ করে বক্তব্য দিচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

মীর্জা আব্বাস, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, মেঘনা আলম- 'ভাইরাল' ঢাকা-৮ আসনে কী চলছে?

অনলাইন গেম 'পাটাব্বাস' খেলছিলেন একজন, আর তার ওপর ঝুঁকে বেশ আগ্রহ নিয়ে খেলাটি দেখছিলেন আরো দুইজন। ঢাকার শান্তিনগর মোড়ের পাশে একটি গলিতে দেখা যায় এই দৃশ্য। ”বের হওয়ার পর থেকেই গেমটা খেলতেছি। খুব মজা পাইতেছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মোহাম্মদ কামরুল। গত কিছুদিন ধরে ফেসবুকসহ সামাজিক বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া নতুন ওই অনলাইন গেমটি তৈরি হয়েছে ঢাকা-৮ আসনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মীর্জা আব্বাস এবং নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মধ্যকার সাম্প্রতিক রেষারেষির সম্পর্কের পটভূমিতে। 'পাটাব্বাস' নামটিও রাখা হয়েছে তাদের দু-জনের নামের সংমিশ্রণে। ”গেমটাতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী হইলো মশা। আর মীর্জা আব্বাস হইলো ঢাকা-৮ এর কিং। এখন যে গেমটা খেলবে, তার কাজ হলো নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কামড় থেকে মীর্জা আব্বাসকে রক্ষা করা। সেটা না করতে পারলে মীর্জা আব্বাস রাগ হয়ে যায়, তখন গেমও ওভার হয়ে যায়,„ বলেন মি. কামরুল। বস্তুত, প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টা-পাল্টি অভিযোগ করে আসছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এই দুই প্রার্থী। সম্প্রতি, ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে মি. পাটওয়ারীকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনার পর দুইপক্ষের বৈরীতায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, যা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এদিকে, নিরাপত্তা শঙ্কায় বর্তমানে নির্বাচনি প্রচারণা থেকে দূরে রয়েছেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন একই আসনের গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মেঘনা আলম। মাথায় মুকুট পরে ভোটের প্রচারণায় অংশ নিয়ে সম্প্রতি বেশ আলোচনার জন্ম দেন তিনি।

বাগ্‌যুদ্ধ ঘিরে উত্তাপ

শুরুতে বিভিন্ন ইস্যুতে মীর্জা আব্বাস ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিতে দেখা গেলেও, সেটি ক্রমেই বাগ্‌যুদ্ধে রূপ নিতে থাকে গত ২২ জানুয়ারি ভোটের প্রচারণা শুরু হওয়ার পর থেকে। এর মধ্যে গত ২৭ জানুয়ারির একটি ঘটনায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ওইদিন ঢাকার হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গিয়ে দফায় দফায় ডিম হামলার শিকার হন ঢাকা-৮ আসনে জামায়াত জোট সমর্থিত এনসিপির প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ওই ঘটনার পেছনে বিএনপি প্রার্থী মীর্জা আব্বাসের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ”ছাত্রদলের কিছু ছেলে, যারা মীর্জা আব্বাসের লোক, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তা না হলে ক্যাম্পাসে ডিম কোত্থেকে আসবে? ক্যাম্পাস তো আর হোটেল-রেস্তোরাঁ না যে, অনেক ডিম রাখা থাকবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. পাটওয়ারী। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মি. আব্বাস উল্টো দাবি করেছেন, মানুষের সহানুভূতি পাওয়ার উদ্দেশ্য এনসিপির প্রার্থী তার বিরুদ্ধে 'মিথ্যা অভিযোগ' তুলছেন। ”মানুষের সিম্প্যাথি (সহানুভূতি) পাওয়ার জন্য উনি এসব মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। আমার ব্যাপারে ওই একজন প্রার্থী বাদে আর কেউ কোনো বাজে কথা বলছে না, অভিযোগও করছে না। উনি এগুলো বলছেন, কারণে তার নিজের সম্পর্কে বলার মতো কিছু নাই,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আব্বাস।

সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শঙ্কা

শুরুর দিকে সুষ্ঠু ভোটের ব্যাপারে আশাবাদী জানালেও, নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই সংশয় বাড়তে দেখা যাচ্ছে প্রার্থীদের মধ্যে। বিশেষ করে, বিএনপি ও এনসিপির প্রার্থীরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল ও ভোট কারচুপির ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ তুলছেন। ”আমরা জানতে পেরেছি যে, এই আসনে ভোট কেনা, কেন্দ্র দখল বা ইলেকশন রিগিং করার একটা পরিকল্পনা চলছে। বিভিন্ন জায়গা সরকারি যে অফিসগুলো রয়েছে, সেগুলোতে বিএনপির লোকরা সরাসরি গিয়ে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, যেন ভোটে তারা বিজয়ী হয়,„ বলছিলেন এনসিপির প্রার্থী মি. পাটওয়ারী। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিএনপির প্রার্থী মীর্জা আব্বাস। ”এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। বরং কিছু কিছু প্রার্থীর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, ওরা জিতেই আছে। এতেই আমার সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে যে, নির্বাচনে একটা কারচুপি করার কিংবা ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করার একটা চিন্তা তারা করতেছে,„ বলেন মি. আব্বাস। এনসিপির

প্রার্থীর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, "ওদের যদি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরিকল্পনা না-ই থাকে, তাহলে তারা এতটা শিওর (নিশ্চিত) হয় কী করে? আমি এতবছর ধরে রাজনীতি করার পরও ভোটে জেতার ব্যাপারে শিওর হতে পারি না, ওরা এতটা শিওর হয় কী করে? এটা সম্ভব তখনই, যদি কারচুপি করার মতো একটা প্রক্রিয়া তাদের হাতে থাকে।„

এমন অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী দাবি করেন যে, তারা ভোটারদের কাছে যেভাবে সাড়া পেয়েছেন, সেটির প্রেক্ষিতেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। "আমি সৎভাবে জনগণের জন্য কাজ করছি। আর যখন মানুষের জন্য কাজ করে থাকি, মানুষ তো অবশ্যই তাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচন করবে। জনগণের তো মনমানসিকতা আগের চেয়ে পরিবর্তন হয়েছে। জনগণ যদি আমাকে চায়, উনি তো জোর করে সেটা থামাতে পারবের না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. পাটওয়ারী।

প্রচারণার মাঠে নেই মেঘনা আলম

বিএনপি ও এনসিপির প্রার্থীদের বাইরে ঢাকা-৮ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মেঘনা আলমকে ঘিরেও নানান আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করা মিজ আলম মাথায় মুকুট পরে প্রচারণায় অংশ নিয়ে ইতোমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে আলোচিত হয়েছেন। "আমরা সবসময় সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বলি যে, দেশ বদলে ফেলবো এবং সবাই মনে করে, এটা জাস্ট বলার জন্য বলছে। তারা মনে হয় কাজ করছে না,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মিজ আলম। "কিন্তু এখন আমি মাথায় ক্রাউন পরে মানুষের কাছে যাচ্ছি এবং সাধারণ মানুষ যখন আমাকে দেখছে, তখন তাদের ভুল ধারণাটা ভেঙে যাচ্ছে,„ যোগ করেন গণঅধিকার পরিষদের এই প্রার্থী। তবে, নিরাপত্তা শঙ্কায় গত কিছুদিন ধরে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন না তিনি। যদিও তার দলের নেতা-কর্মীরা প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। "প্রচারণায় নামার পর থেকেই আমি এবং আমার কর্মীরা নানান হুমকি-ধামকি পেয়ে আসছিলাম। কিছুদিন আগে আমাকে রেপ থ্রেটও (ধর্ষণের হুমকি) দেওয়া হয়েছে। সেজন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকায় আপাতত কিছুদিন মাঠের প্রচারণায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ আলম। নির্বাচন কমিশনে ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে পারবেন প্রার্থীরা। কাজেই, ভোট চাওয়ার জন্য সময়ও বেশি বাকি নেই। "সেজন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দ্রুত প্রচারণায় যোগ দিতে চাই। এরই মধ্যে অস্ত্রের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছি এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে বিষয়টি জানানোও হয়েছে। কিন্তু তারপরও এখন পর্যন্ত আমাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়নি,„ বলেন মেঘনা আলম। "অথচ আমার পরে আবেদন করেও অনেকে লাইসেন্স পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ পুলিশি নিরাপত্তাও পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে সরকার ও নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলে আমি মনে করি,„ যোগ করেন গণঅধিকার পরিষদের এই প্রার্থী।

ভোটাররা কী বলছেন?

নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীদের মধ্যে পাল্টা-পাল্টি অভিযোগ ও রেষারেষির যে-সব ঘটনা ঘটছে, সেগুলো দেখে হতাশা প্রকাশ করেছেন ঢাকা-৮ আসনের ভোটাররা। "প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে, দুই-চার কথা হইতে পারে। কিন্তু সার্বিকভাবে এটা ভালো লক্ষণ না। এভাবে রেষারেষি চলতে থাকলে পরবর্তীতে মারামারিতে রূপ নেবে,„ বলছিলেন শাহজাহানপুর এলাকার ভোটার জসিম উদ্দিন, যিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। ঢাকা-৮ আসনটি মূলত রাজধানীর রমনা, শাহবাগ, মতিঝিল, কাকরাইল, মগবাজারের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয় এই এলাকায় হওয়ায় আসনটিকে দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল বলা যায়। এ আসনে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, কমলাপুর রেলস্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। বিএনপি, এনসিপি ও গণঅধিকার ছাড়াও আসনটিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেফায়েত উল্লা, জনতার দলের মো. গোলাম সারোয়ার, বাংলাদেশ জাসদের এ এফ এম ইসমাইল চৌধুরী, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের এস এম সরওয়ার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিদ্বীপ কুমার সাহা, জাতীয় পার্টির জুবের আলম খান, মুক্তিজোটের মো. রাসেল কবির এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের এ এইচ এম রাফিকুজ্জামান আকন্দ ভোট করছেন।

প্রার্থীদের সবার নজর এখন আসনের প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার ৪৭১ জন ভোটারের দিকে, যাদের বড় অংশই বয়সে তরুণ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র নেতাদের বড় একটি অংশ এখন এনসিপির সঙ্গে রয়েছেন। এবারের নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছেন। "গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র নেতারা এনসিপি গড়ে তোলার পর আমরাও ভেবেছিলাম, রাজনীতিতে হয়ত একটা ইতিবাচক পরিবর্তন তারা আনতে পারবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী নুসাইবা সাইফ ইশতু। "কিন্তু কিছু ঘটনা দেখার পর এখন মনে হয় যে, এনসিপিও নো বেটার দ্যান আদার পলিটিক্যাল টিমস (অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনায় ভালো কোনো দল নয়),„ বলেন মিজ ইশতু।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

হাজারও মানুষ নির্বিচারে আটক, অন্তবর্তী সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

ঝালকাঠি জেলার কীর্তিপাশা ইউনিয়নের বাসিন্দা ও সেখানকার আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি শংকর মুখার্জীকে গত ২৭ ডিসেম্বর নিজ বাড়ি থেকে সাদা পোশাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ। এর একদিন পর ২০২২ সালে দায়ের করা এক মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। অভিযোগ করা হয়, তিনি বিএনপি অফিস হামলা-ভাঙচুরের সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে পরিবারের দাবি, বাজারে থাকা তাদের জমি-জমা দখল ও খামারের দখল নিতেই তার বিরুদ্ধে ওই মামলা দেওয়া হয়েছে। কারণ, ২০২২ সালে যখন মামলাটি করা হয়, সেখানে মি. মুখার্জীর নাম ছিল না। কেবল শংকর মুখার্জীই নয়, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নির্বিচারে আটক যেমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল, অন্তবর্তী সরকারের আমলেও তা জারি থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ- এইচআরডব্লিউ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের শতশত নেতা, কর্মী ও সমর্থককে সন্দেহভাজন হত্যা মামলায় কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে, যাদের মধ্যে আছেন অভিনয় শিল্পী, আইনজীবী এবং রাজনৈতিক কর্মীরাও। অথচ, বাংলাদেশের সংবিধানে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, বিনা বিচারে কাউকে আটকে রাখা যাবে না। তারপরও পরিস্থিতি না বদলের কারণ হিসেবে 'মব সহিংসতা করে বিচার ব্যবস্থাকে জিম্মি' এবং সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার দিকেই আঙুল তুলছেন আইনজ্ঞরা।

বিনা বিচারে একজন ব্যক্তিকে কতক্ষণ আটক রাখা যেতে পারে?

শংকর মুখার্জীর মামলাটি পরিচালনা করছেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। 'মিথ্যা মামলা' উল্লেখ করে আদালতের কাছে দুইবার জামিন চাওয়া হলেও, তা মঞ্জুর করা হয়নি বলে জানান তিনি। বাংলাদেশের মানবাধিকারের নানা দিক নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৬-এ বলা হয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে, কিংবা প্রতিশ্রুত মানবাধিকার সংস্কারে ব্যর্থ হয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তী সরকার। জোরপূর্বক গুমসহ ভয়ভীতি ও দমন-পীড়নের সংস্কৃতি কমে এলেও, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হাজার হাজার ব্যক্তিকে নির্বিচারে আটক করেছে এই সরকার। অথচ, বাংলাদেশের আইনে বিচার ছাড়া কাউকে 'এক মুহূর্তও' আটকে রাখা যায় না বলে বিবিসি বাংলাকে জানান আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। প্রয়োজন মনে হলে কাউকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রেও ২৪ ঘণ্টার বেশি হলে তাকে আদালতে পাঠাতে হবে। "এমনিতে কাউকে আটক করার কোনো ক্ষমতা নাই তার বিরুদ্ধে মামলা না থাকলে বা আদালতের কোনো নির্দেশনা না থাকলে,„ বলেন মি. মোরসেদ।

বাংলাদেশের সংবিধানে আইন-বহির্ভূতভাবে কাউকে আটকে রাখাকে স্পষ্টভাবে মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৩ ধারায় বলা আছে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতারের কারণ না জানিয়ে আটক রাখা এবং তাকে তার আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। গ্রেফতার কিংবা আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া তাকে আটক রাখা যাবে না। কিন্তু, বিদেশি শত্রু এবং নিবর্তনমূলক আইনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। তবে, সে ক্ষেত্রেও আবার এমন ব্যক্তিকে ছয় মাসের বেশি আটকে রাখতে হলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদমর্যাদার দুইজন এবং প্রবীণ সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত পর্ষদের অনুমতি প্রয়োজন হবে। এছাড়াও, সংবিধানের ১০২ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৮ ধারা অনুযায়ী, আইনের বাইরে কিছু হলে সুপ্রিম কোর্ট নিজে অথবা কেউ যদি নিজে কোনো আবেদন নিয়ে আসে, উভয় ক্ষেত্রেই যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে কোনো ব্যক্তির মুক্তি নিশ্চিতের ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার পর আইন অনুযায়ী, ব্যক্তির জামিন পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু "সেটা অহরহ ভঙ্গ হচ্ছে, আগেও ভঙ্গ হয়েছে, এখন ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে,„ বলছিলেন মি. মোরসেদ। ফলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনে নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হলেও, বাস্তবিকভাবে তার বিপরীত দৃশ্যই সামনে আসছে। বরং পতিত আওয়ামী লীগ আমলের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আরও বেড়েছে বলেও মনে করছেন অনেকে।

দেদারসে চলছে মামলা বাণিজ্য

সংবিধান সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের। ফলে সংবিধানে উল্লিখিত মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও, 'সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে যথেষ্ট সক্রিয় নয়' বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। মামলা নিয়ে গেলে বিচারকদের তা শুনতে অনীহা প্রকাশ এবং "হাজার হাজার মামলা হলেও লিস্টে আসছে অল্প কিছু সংখ্যক, এ ব্যবস্থাটা করা হয়েছে, যার ফলে এই দায় বা দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর দেওয়া হয়েছে, সেই বিচার বিভাগও এখানে ব্যর্থ হয়েছে এই মানুষগুলোর অধিকার রক্ষা করার জন্য,„ বলছিলেন মনজিল মোরসেদ। তার কারণ হিসেবে 'মব' আর সরকারের ভূমিকা- এই দুইটি বিষয়কেই সামনে আনছেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীরা। তারা অভিযোগ করছেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে বিচারকদের স্বাধীনভাবে

কাজ করার ক্ষেত্রে। একদিকে সরকার হস্তক্ষেপ করছে, অন্যদিকে ”মব করে বিচারকদের ওপরে আক্রমণ করা হয়েছে। বিচারকদের অপসারণ করা হয়েছে,„ বলেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। একই কথা বলছেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিকও। ”বিচারকদের যে এত বরখাস্ত করা হলো, বিচারকদের মধ্যে একটা চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে।„ তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে ছোটো কোনো ঘটনাতেও যেমন আশেপাশের বিএনপির একশ-দুইশো নেতা-কর্মীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হতো ”বর্তমান আমলে এসে সেটা আরও বেড়ে গেছে। কারণ পুলিশ অজ্ঞাতনামায় ফাঁসিয়ে দিয়ে বলবে, এই মামলায় আপনার নাম ঢুকায় দেবো, আমাকে পয়সা দেন।„

আর এখানেই সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ছিল যে, একটি অপরাধের অভিযোগ করতে গিয়ে অনেক বেশি মানুষের নাম যখন মামলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই 'এবসার্ড' বা অর্থহীন কাজকে না থামানো। শাহদীন মালিকের মতে, পুলিশের দায়িত্ব ছিল 'প্রিলিমিনারি প্রবাবিলিটি যাচাই করা। ”ওইটা পুলিশ করে নাই, কারণ নাম বাদ দিয়ে দিলে তো তার ব্যবসা কমে যাবে।„ মামলা বাণিজ্যে ভুক্তভোগীদের হয়রানির কথা বলছিলেন মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটনও। তার মতে, যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, তারা আসলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করছে, জনগণের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন না।„ তার ওপর ৫ আগস্টের পর যে মব সন্ত্রাস দেখা গেছে, যার ফলে কিছু মানুষ কাউকে বা কোনো দলকে আটক করে পুলিশের হাতে দিচ্ছে, এবং পুলিশ তখন বাধ্য হচ্ছে মবের কাছে নতি শিকার করে মামলা নিতে বা তাদের আটক করতে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের যে ধরনের বার্তা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে বলেও মনে করেন মি. লিটন। তবে আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের এসব অভিযোগের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বার্ষিক প্রতিবেদনে আরও যা আছে

বাংলাদেশের মানবাধিকারের নানা দিক নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৬-এর তথ্যমতে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নির্বিচার আটকের ধারা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, নারী ও ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে আশঙ্কাজনক হারে রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বাইরের গোষ্ঠীর মব সহিংসতার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে তারা। বাংলাদেশি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে, ২০২৫ সালের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে মব সহিংসতায় অন্তত ১২৪ জন নিহতের খবর উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' অভিযানের আওতায় অন্তত ৮ হাজার ৬০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং মতপ্রকাশ দমনে অতীতে ব্যবহৃত দমনমূলক দুটি আইন- বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনেও আরও বহু মানুষ গ্রেফতার হয়ে থাকতে পারেন বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছরের জুলাইয়ে গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে ঘটা সহিংসতায় পাঁচজন নিহত হন। এরপর পুলিশ নির্বিচারে শত শত কথিত আওয়ামী লীগ সমর্থককে আটক করে এবং ৮ হাজার ৪০০-এর বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১০টি হত্যা মামলা দায়ের করে, যাদের বেশিরভাগই অজ্ঞাতনামা। যদিও সরকার এই 'গণগ্রেফতার'-এর অভিযোগ অস্বীকার করে। অক্টোবরে প্রকাশিত মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের বরাত দিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে নির্যাতনের ফলে ১৪ জনের মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিবেদনে এ-ও বলা হয়, রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত হয়েছেন প্রায় আট হাজার মানুষ আর নিহত হয়েছেন ৮১ জন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

'রাজনীতি খুবই কম বুঝি, আমরা বুঝি পেট নীতি'

”নদীতে সন্ধ্যা রাত্তিরে যে সময় বোট না আসতি পারে, সেই সময় ফাঁকে দুইজন চইলে যাই। যখন দেখি অনেক দূরে বোট আছে, তখন দুটো ওঁচোল দিয়ে টুপ কইরে চইলে আসি। বাজারে ছেটে দিয়ে আসি, দুইশো, একশো যা হয়, তাই দিয়ে চলি,„- কথাগুলো বলছিলেন বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার পশ্চিম চিলার এলাকার চপলা রানি মণ্ডল। নদীতে নিষেধাজ্ঞার সময় কীভাবে সরকারি অভিযানকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে মাছ ধরেন, সেই কথাটিই বলছিলেন মিজ মণ্ডল। যে মাছ ধরেন, তা বাজারে বিক্রির জন্য নির্ধারিত স্থান 'ছেট'-এ দেওয়ার কথা বলছিলেন তিনি। মোংলার যে পাড়ায় তার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল, তার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে পশুর নদী। সুন্দরবনের ঢাংমারি নদী, পশুর নদী, ঘসিয়াখালী চ্যানেলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন মিজ মণ্ডলের মতো এখানকার প্রায় আড়াই হাজার বাসিন্দা। কেবল চপলা রানি মণ্ডলই নয়, ক্লারা সরকারসহ আরো অনেক নারীই পুরুষদের সাথে মাছ ধরার জন্য নদীর লবণাক্ত পানিতে নামেন। তবে, মাছ ধরাই তাদের মূল পেশা নয়, যখন মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকে, তখন সংসার চালানোর জন্য সুন্দরবনের কাঠ কুড়ানো, কাঁকড়া ধরা, মধু সংগ্রহের মতো নানাবিধ কাজও করেন তারা। সুন্দরবন ও এর আশেপাশের নদীকে ঘিরে জীবিকা নির্বাহ করেন বলে এই বাসিন্দাদের সাধারণত বনজীবী হিসেবে অভিহিত করা হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য একেক মৌসুমে একেক পেশা বেছে নেন তারা।

সোমবার দুপুরে যে সময় তাদের সাথে কথা হয়, তখন এই পাড়ায় দুই একজন বাদে আর কোনো পুরুষ সদস্যকে দেখা যায়নি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে এই এলাকাটি বাগেরহাট-৩ আসনের অন্তর্ভুক্ত। এই আসনটি রামপাল ও মোংলা নিয়ে গঠিত। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে নির্বাচন মানে মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয়, তারা চান, খাওয়া-পড়ার নিশ্চয়তা, কর্মসংস্থান এবং বাসস্থানের নিশ্চয়তা।

ভোট মানে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা চান চপলা রানি

মোংলার পশ্চিম চিলা, জয়মনি ঘোলসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় এই বনজীবীদের বসবাস। তবে, তাদের নিজেদের কোনো জমি নেই, অন্যের জমিতে ঘর বানিয়ে থাকছেন মিজ মণ্ডলসহ অন্যান্যরা। পশ্চিম চিলার এই গ্রামটিতে গিয়ে বিবিসি বাংলার কথা হয় ক্লারা সরকার, বুলি বেগম, চপলা রানি মণ্ডল, কৃষ্ণা দাস, নমিতা রানিসহ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। এই পশ্চিম চিলা গ্রামটি মোংলা উপজেলার ছয় নম্বর চিলা ইউনিয়নের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। চপলা রানি সুন্দরবনকে ঘিরে জীবিকা নির্বাহের ভয়াবহতা উল্লেখ করে তাদেরই একজনের কথা বলছিলেন, যাকে বাঘ টেনে নিয়ে ডান কাঁধ খেয়ে ফেলেছে বলে জানান। নিজের ডান কাঁধ দেখিয়ে মিজ মণ্ডল বলেন, "আমাগো বাড়ির পাশের সেই লোকটারে এখান থেকে (কাঁধে) খাইয়ে ফেলিছে। অনেক লোক যাইয়ে পরে তারে বাঘের মুখের থিকা টাইনে আনিছে। হাসপাতালে ভর্তি করি চিকিৎসা করিছে, এখনো অসুস্থ আছে।„ ওই আহত ব্যক্তি এখনো অসুস্থ থাকায় উপার্জন করতে পারছেন না বলে জানান তিনি। ফলে সংসার চালানো ঠিক কতটা কঠিন এমন কথা উল্লেখ করেন তিনি। মিজ মণ্ডল বলছিলেন, তার স্বামীর পায়ে সমস্যা থাকায় ভারী কোনো কাজ করতে পারেন না। তাই অন্তত সাত সদস্যের পরিবারের খাওয়া জোগাতে স্বামীর সাথে তিনি নিজেও মাছ ধরতে যান। কখনও কখনও মেয়ে বা ছেলেরাও তার সংসারে সাহায্য করেন। যখন মাছ ধরতে পারেন না, তখন কাঁকড়া ধরার মৌসুম থাকলে কাঁকড়া অথবা কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করে সংসার চালান তারা। নিজের কোনো ঘরবাড়ি না থাকলেও, এক সময় শ্বশুরের বাড়ি ছিল বলে জানান মিজ মণ্ডল। কিন্তু পশুর নদীর ভাঙনে সেই ঘরবাড়িও বিলীন হয়ে গেছে। এখন স্থানীয় একজন অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে অনুমতি নিয়ে থাকছেন মিজ মণ্ডল। সম্ভব হলে কখনও কখনও বছরে একবার তাকে হয়ত দুইশো বা তিনশো টাকা দেওয়া হয় বলে জানান তিনি। তবে কখনও কখনও তাও সম্ভব হয় না। কয়েক দফায় মাছ ধরায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় সারা বছর মাছ ধরে উপার্জন করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি জানান, তার কোনো জেলে কার্ড নেই। ২০১৩ সালে তৎকালীন সরকার পশুর নদীতে মাছ ধরেন এমন ৮৭১ জনকে জেলে কার্ড দিয়েছিল। ফলে, মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় কেবল ওই জেলে কার্ডধারীরাই সরকারি অনুদানের চাল পেয়ে থাকেন। ভিজিএফ কার্ডের আওতায় সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়। সরকার নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী, বছরের যে ৫৭ দিন মাছ ধরা যায় না, সেই সময় যার কার্ড থাকে, তিনি সরকারের কাছ থেকে ৭১ কেজি চাল পান। প্রতিবছর ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন আট মাস সাধারণত জাটকা ইলিশ ধরা বন্ধ থাকে। সে সময় যে-সব কার্ডধারী জেলেরা ইলিশ মাছ ধরেন, তারা চার মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে এক মণ করে চাল পান। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর নদীতে ইলিশ মাছ ধরে, এমন জেলেদের শ্রেণিভুক্ত করে সরকারি সাহায্য দিয়ে থাকে বলে জানান তারা।

তবে এমন কার্ডধারীর সংখ্যা এখানে খুবই কম বলে জানান ক্লারা সরকার। এখানকার আড়াই হাজার পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই এই কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু কার্ড আর পাননি বলে জানান এখানকার অনেক বাসিন্দাই। তাই কেবল মিজ মণ্ডলই নন, ক্লারা সরকার, বুলি বেগম, কৃষ্ণা দাস, নমিতা রানীসহ প্রায় প্রত্যেকেই কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা চান। ক্লারা সরকার যেমনটা বলছিলেন, "আমরা আসলে রাজনীতি খুবই কম বুঝি। দরিদ্র এলাকার লোকজন আমরা বুঝি পেটনীতি। মা হিসেবে লজ্জিত যে ছেলে, মেয়েদের মুখে খাবার দিতে পারি না।„ মিজ সরকার নদীতে বাগদা চিংড়ি ধরে জীবিকা উপার্জন করেন বলে জানান। সরকারি ভিজিএফ কার্ড, রেশন কার্ড, জেলে কার্ড যাদের আছে, তারাই কেবল সাহায্য পেয়ে থাকেন বলে জানান তিনি। তবে তার কোনো কার্ডই নেই উল্লেখ করেন মিজ সরকার। এই নারীদের প্রত্যেকেই বলছেন, তারা ভোট দেবেন কিন্তু নতুন সরকারের কাছে দাবি স্থায়ী কর্মসংস্থান। মিজ ক্লারার ভাষায়, "যাতে পরে আমি ছেলে, মেয়ের মুখে দুইটা অন্ন দিতে পারি। একটু পড়ালেখা করাইতে পারি।„

'চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ভালো রাস্তাঘাট চাই'

হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বসবাস এই গ্রামটিতে। পশুর নদীর কোলে দেখা যায় ভাঙা একটি ঘর, যার বেশিরভাগ অংশ নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। সেটিই চপলা রানি মণ্ডলের শ্বশুর বাড়ি ছিল। কোনো কোনো বাড়ির পাশে নদীর কোল ঘেঁষে গোলপাতার গাছ রয়েছে। সুন্দরবনের ঢাংমারি নদী বা পশুর নদী যেটির কথাই বলি না কেন, প্রাকৃতিক কারণেই এখানকার সব নদীর পানিই লবণাক্ত। এই লবণাক্ত পানিতে মাছ ধরতে গিয়ে নারীরা নানা শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি হন। কিন্তু এসব সমস্যার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা পান না তারা। মোংলার এই ইউনিয়নে নেই কোনো পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। একটি কমিউনিটি ক্লিনিকে কেবল প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায় বলে জানান পশ্চিম চিলার একটি দোকানের কর্মী রমেশ দাস। মি. দাস বলছিলেন, "জ্বর হলি পরে গেলে ঔষধ দেয়, আমগোর বড় কোনো রোগে তো কামে আহে না।„ এখানকার বনজীবীদের অনেকেই জানান, সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গেলে বা মাছ ধরার

সময় কেউ যদি কখনও অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে তাকে এখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা করা যায় না। কৃষ্ণা দাসের স্বামী যেমন সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে স্ট্রোক করেন। কিন্তু কমিউনিটি হাসপাতালে নেই এমন জটিল চিকিৎসার সুযোগ। ফলে শরীরের বামপাশ প্যারালাইজড হয়ে গেছে বলে জানান তিনি। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ক্লারা সরকার নারীদের শারীরিক সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, "আমাদের মহিলাদের আসলে জরায়ুর সমস্যা হয়। লবণাক্ত পানির কারণে বন্ধ্যাত্বতা বেড়ে গেছে। শরীরে অনেক ধরনের চুলকানি আছে। এখন লবণ পানি, প্রায় ঘরে ঘরে ডায়রিয়া হবে। ছেলে-মেয়েরা অসুস্থ থাকবে।" তাই নিজের ইউনিয়নে বা এলাকায় ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা চান মিজ সরকার।

১২ ফেব্রুয়ারি ভোট দেবেন কি না- এমন প্রশ্নে মিজ সরকার বলেন, নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন হয় কিনা, তা দেখতে এবার ভোট দেবেন। মিজ সরকারের কাছে নির্বাচনের অর্থ হলো সবাইকে নিয়ে সুন্দরভাবে বসবাস করা, ছেলে-মেয়েদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া, তাদের পড়ালেখার দায়িত্ব নেওয়া। "ভোট দিলে যদি কাজের ব্যবস্থা হয়..... তো দিলাম," বলেন মিজ সরকার। গত সোমবার মোংলা থেকে ফেরি পার হয়ে যতই সামনে এগোই, আমরা ততই এই এলাকার রাস্তা-ঘাটের করুণ দশা দেখতে পাই। পশ্চিম চিলা পর্যন্ত যাওয়ার একটা বিশাল পথের পুরো রাস্তায়ই মাটি খুঁড়ে রাখা, শেষ হয়নি সড়কের কাজ। এমন পথগুলোতে যখন গাড়ি এগোচ্ছিল, তখন অপর পাশ থেকে আসা যে-কোনো বাহনকে থেমে যেতে হচ্ছিল। কারণ ভাঙা রাস্তার একপাশে ফেলে রাখা মাটি ও ইটের টুকরোর কারণে কেবল একটি গাড়িই পার হতে পারে। নির্বাচনের মাধ্যমে মিজ সরকার মূলত এই ভাঙাচোরা সড়কের অবস্থারও পরিবর্তন চান।

নারীরা চান চলাচলের নিরাপত্তা

অনেক সময় কাজ না থাকলে সংসার চালাতে এখানকার বাসিন্দাদের ধার-দেনা করতে হয় বলে জানান বুলি বেগম। ফলে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন তারা। এই এলাকায় নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বুলি বেগম, ক্লারা সরকার, কৃষ্ণা দাস ও নমিতা রানি। বুলি বেগম যেমনটা বলছিলেন, "হাসিনা নাইমা যাওয়ার পরের থেকে প্রথম প্রথম কয়দিন শোনা গেছে ওমুক জায়গায় মেয়ে নিয়ে গেছে, ওমুক জায়গায় ধর্ষণ হইছে, ওমুক জায়গায় মারিছে-ধরিছে। তারপর এখন কয় মাস (ইদানীং) শোনা যাচ্ছে না।" রাজনৈতিকভাবে বেশ সচেতন মিজ বেগম চান, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার এলে যেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। নারীদের চলাচলের নিরাপত্তা চান তিনি। বুলি বেগম নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে যে শঙ্কার কথা বলেন, সেটির প্রমাণ মেলে ক্লারা সরকারের কথায়। যার নিজের ভাইয়ের মেয়ে নিখোঁজ। তিনি জানান, ওই কিশোরী ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী। সেন্ট পল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এই সপ্তাহেরই শনিবার থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনায় থানায় জিডি ও মামলা করা হয়েছে বলে জানান মিজ সরকার। "সে কোচিং-এ যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়, তার সাথে কোচিং-এর ব্যাগ ছিল। পরে জানতে পারি, আমার ভাইয়ের মেয়েটা মালগাজীর একটা ছেলের সাথে চলে গেছে। তারপর থেকে বিভিন্নভাবে আমরা গ্রামের লোকজনসহ প্রেশার দিছি। জিডি করেছি থানায়, মামলা দিছি। কিন্তু এখনো আমরা মেয়েটা উদ্ধার করতে পারিনি," বলেন মিজ সরকার। তাই ভোট দিয়ে সরকার পরিবর্তনের আশা করেন তিনি। নতুন সরকারের কাছে নারীদের চলাচলের নিরাপত্তা চান। তবে মিজ সরকার জানান, ওই এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থাকলেও ততটা তৎপর নয়। তার ভাষায় পুলিশের ভূমিকা "খুবই দুর্বল।" জেলে বিদ্যুৎ মণ্ডল বলছিলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে অনেকটা বুদ্ধি খাটিয়েই টিকে থাকতে হয় তাদের। মি. মণ্ডল জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি। তিনি বলছিলেন, "দুর্যোগটা যখন দ্রুত উঠে আসে, আমাদের উপকূলীয় এলাকায় কোনো বেড়িবাঁধ না থাকায় জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়। কোনো সাইক্লোন সেন্টার নাই, যেখানে দুর্যোগের সময় দ্রুত অবস্থান নেবে।" মি. মণ্ডল বলছেন, "ভোট আসে আর যায়। কেউই নজর দেয় না।"

তাই যে-সব জেলেরা নদীতে মাছ ধরেন, তাদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট, বয়াসহ নিরাপত্তা সামগ্রী, অসুস্থ বা আহত বনজীবীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা, উপকূলীয় বেড়িবাঁধ চান মি. মণ্ডল। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনটিতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন দলের সাতজন বৈধ প্রার্থী নির্বাচন করছেন। বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন শেখ ফরিদুল ইসলাম এবং জামায়াতের প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ শেখ। এই আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী বাগেরহাট-২ আসনের বিএনপির সাবেক এমপি এম এ এইচ সেলিম। দল থেকে তিনি বহিষ্কার হয়েছেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারবে পাকিস্তান?

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ বলেছেন যে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত তারা বিচার বিবেচনা করেই নিয়েছেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। বুধবার রাতে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে এক বিবৃতিতে শেহবাজ শরিফ বলেন, "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আমরা স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছি যে, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে কোনো ম্যাচ খেলব না। কারণ এটি খেলার মাঠ, রাজনীতি নয়। খেলার মাঠে কোনো রাজনীতি করা উচিত না।" তিনি বলেন, পাকিস্তান "একটি সুচিন্তিত অবস্থান নিয়েছে এবং এই ইস্যুতে

বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ সমর্থন দেওয়া উচিত। আমি মনে করি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত।„ এর আগে, পাকিস্তান সরকার ১ ফেব্রুয়ারি এক্স হ্যান্ডেলে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল জানিয়েছিল যে, পাকিস্তানি দলকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটি খেলা হবে না। এদিকে, পাকিস্তানের এই অবস্থানের কারণে দেশটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি জানিয়েছে যে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, পিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানায়নি। তারা বলেছে যে, পিসিবির উচিত "তাদের দেশের ক্রিকেটের জন্য এই সিদ্ধান্তটি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী, তা বিবেচনা করা। কারণ, এই সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট ব্যবস্থাপনার উপরেও প্রভাব ফেলবে, যে ব্যবস্থাপনার অংশ পাকিস্তানও।„ পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই আলোচনা চলছে। যেহেতু চিরাচরিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মধ্যে ম্যাচ থাকলে তা থেকেই কোনো টুর্নামেন্টে সব থেকে বেশি আয় করে আইসিসি, তাই বিশ্ব ক্রিকেটের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতের সঙ্গে ম্যাচ না খেলার যে সিদ্ধান্ত পাকিস্তান নিয়েছে, তার আইনি দিক এবং এর প্রভাব বোঝার চেষ্টা করব এই প্রতিবেদনে।

পাকিস্তান কীভাবে তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে?

বিবিসি উর্দুকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি বলেন, 'সময়ের প্রয়োজনে' এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মতে, বহু বছর ধরে ক্রিকেটের বিশ্ব রাজনীতিতে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং ভারসাম্যহীন ক্ষমতা-ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নাজাম শেঠির কথায়, "বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়নি, তাই পাকিস্তান কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্তটি একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ, কারণ এই ম্যাচটিই আর্থিক দিক থেকে আইসিসির কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।„ বাংলাদেশ বলেছিল যে, তারা ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে এবং শ্রীলঙ্কায় তাদের ম্যাচগুলো স্থানান্তরিত করার আর্জি জানিয়েছিল। তবে, আইসিসি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে টুর্নামেন্টে অন্তর্ভুক্ত করে। ভারত অতীতে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তবে, দুটি দলই আইসিসি ও এশিয়া কাপের মতো বহুজাতিক টুর্নামেন্টে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে এবং অনেকবার উভয় দলই পাকিস্তানের বাইরে ম্যাচ খেলেছে। নাজাম শেঠি বলেন, "অতীতেও সরকারি নির্দেশে কোনো কোনো দল টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। আমি একটি মামলা দায়ের করেছি, যেখানে আদালত বলেছে যে, সরকার যদি কোনো বোর্ডকে খেলা থেকে বিরত রাখে, তাহলে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।„ প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যান আরও বলেন, পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। "আগে, পাকিস্তান পুরোপুরি আইসিসির রাজস্বের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু এখন পাকিস্তান সুপার লিগের রাজস্ব আইসিসির থেকেও বেশি। আমরা এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি।„ তার মতে, বর্তমান আইসিসি আর্থিক মডেলে ভারতকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ছোট বোর্ডগুলো ক্রমাগত সমস্যায় পড়ছে। "তিনি বলেন যে, যদি তারা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আর তা থেকে আয় করতে চায়, তাহলে আইসিসিকে ন্যায়বিচার এবং সমতার নীতি নিয়ে চলতে হবে।„

ক্রিকেট বিশ্বে কি ভারসাম্য আনবে এই সিদ্ধান্ত?

মনে করা হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং যে-কোনো একটি দেশ বা বোর্ডের অতিরিক্ত প্রভাব কমাতে পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে, আইসিসি এবং পিসিবির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এহসান মানি বলেছেন যে, এই সিদ্ধান্তের প্রভাব খুব বেশি হবে না। কারণ, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো বোর্ডগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভারত ও পাকিস্তান ম্যাচের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকে এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত, আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। তার কথায়, "পাকিস্তানের এই অবস্থান ভারসাম্য আনবে না, কারণ মূলত সবকিছুই আর্থিক দিক থেকে বিচার করা হয়। সব দেশই হয় আইসিসির ওপরে নির্ভর করে, অথবা ভারতের সফর থেকে রাজস্ব আয় করে। তাই তারা ত্যাগ স্বীকার করবে না সহজে।„ "ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগকে গুরুত্ব দেবে না, কারণ তারা ভারতের সফর থেকে প্রচুর রাজস্ব পায়। যদি ভারত তাদের ঘরের মাঠে আসে, তাহলে কেবল সম্প্রচারকই নয়, স্টেডিয়ামগুলোও দর্শকে ভরে যায়। তা থেকেও আয় হয়,„ বলছিলেন এহসান মানি। তিনি আরও বলেন, "যদি পাকিস্তান না খেলে, তাহলে আসল ক্ষতি হবে ভারতের, কারণ আইসিসির রাজস্ব মডেলে তারাই সব থেকে বেশি অংশ পেয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ভারতের সফর থেকে তাদের আয় করে, তাই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে জিম্বাবুয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার মতো ছোট বোর্ডগুলোকেও এর ক্ষতি বহন করতে হবে।„

আইসিসি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী যে-কোনো দেশকে সদস্যদের অংশগ্রহণ চুক্তির (এমপিএ) শর্তাবলি মেনে চলতে হবে, যেখানে পাকিস্তানও সই করেছে। এই চুক্তির ৫.৭.১ ধারা অনুসারে, প্রতিটি সদস্য দেশকে কেবল সমস্ত আইসিসি

টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করলেই হবে না, বরং প্রতিটি ম্যাচ খেলতে হবে। এই নিষেধাজ্ঞা শুধু দেশের নিয়ন্ত্রণের বাইরের অসাধারণ পরিস্থিতি, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ বা সরকারি নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি ধারা ১২ এবং ১৭.৪-তে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কোনো দেশের সরকার দলকে সফর বা ম্যাচে অংশ নিতে বাধা দেয়, আইসিসি সাধারণত সেই সরকারি সিদ্ধান্তগুলোকে সম্মান করে। যেমন, ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়ে ভারত পাকিস্তানে একটিও ম্যাচ খেলেনি, সব ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলা হয়েছে। একইভাবে, ২০২৩ সালের এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তান সফরের পরিবর্তে কলম্বোতে তাদের ম্যাচ খেলেছে।

পাকিস্তান, ভারত নাকি আইসিসি, ক্ষতি কার?

আইসিসি ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তারা সমস্যার একটি সম্মিলিত সমাধান খুঁজে বের করতে প্রস্তুত, তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে তারা সতর্কও করেছে যে, এই ধরনের পদক্ষেপ পাকিস্তান এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। নাজাম শেঠির মতে, পাকিস্তান যদি ভারতের সঙ্গে ম্যাচ না খেলে, তাহলে সম্প্রচারকারী সংস্থাই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তবে তারা পিসিবির বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেবে না। ”যদি এই ভারত আর পাকিস্তানের ম্যাচ না হয়, তাহলে সম্প্রচারক সংস্থা 'অলাভজনক' বলে চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে, তখন আইসিসিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।„ যদিও আইসিসি পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে, তারা পিসিবির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক এমপিএ বিধানের অধীনে ব্যবস্থাও নিতে পারে। নাজাম শেঠি বিশ্বাস করেন যে, আইসিসি বাংলাদেশের প্রতি অবিচার করেছে। তার মতে, যদি পাকিস্তান চুপ থাকত, প্রকাশ্যে ম্যাচের দিন বয়কট করত এবং মাঠে না নামত, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল এবং ক্ষতিকর হতে পারত। ”আশা করি, আইসিসি বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে,„ বলছিলেন মি. শেঠি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

শুক্রবার ওমানে ইরান-মার্কিন আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে : ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, শুক্রবার ওমানে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়সূচি নির্ধারিত রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যখন তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য চাপ বাড়াচ্ছে, তখন সর্বশেষ এই তথ্য জানা গেল। এদিকে, পরমাণু শক্তিচালিত বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনকে ইরানের অদূরে আরব সাগর অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে। বুধবার এক্স-এ আরাঘচি বলেন, শুক্রবার সকালে ওমানের রাজধানী মাস্কাটে দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সাথে যুক্ত তাসনিম বার্তা সংস্থা জানায় যে, পরোক্ষ আলোচনা ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং তেহরানের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ইরানের প্রতিনিধিত্ব করবেন আরাঘচি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০৫.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানো মামলায় মৃত্যুদণ্ড ছয় আসামির

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সাভারের আশুলিয়ায় ছয়জনের লাশ পোড়ানোসহ সাতজনকে হত্যার ঘটনায় ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সাতজনকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। দু-জনকে সাত বছর করে কারাদণ্ড। আদালত ক্ষমা করেছে একজনকে। বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ আজ বৃহস্পতিবার এই রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ছয় আসামি হলেন- সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আশুলিয়া থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এফ এম সায়েদ, আশুলিয়া থানার সাবেক উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবদুল মালেক, সাবেক সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) বিশ্বজিৎ সাহা, সাবেক কনস্টেবল মুকুল চোকদার ও যুবলীগ ক্যাডার রনি ভুঁইয়া। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন আশুলিয়া থানা এলাকায় ছয়জনকে গুলি করে তাদের লাশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত ছিলেন, তাকেও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন যারা নিহত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন সাজ্জাদ হোসেন, আস-সাবুর, তানজিল মাহমুদ, বায়েজিদ বোস্তামী ও আবুল হোসেন প্রমুখ।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বাচ্চাদেরও পরীক্ষা দিতে হবে

বাংলাদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আবার বাচ্চাদের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চলতি বছর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতেও সামষ্টিক মূল্যায়ন (পরীক্ষা) চালু হচ্ছে। ২০২৩ সালে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পর এ দুই শ্রেণিকে পরীক্ষা বাদ দিয়ে

পুরোপুরি ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। সামষ্টিক মূল্যায়ন হলো- প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নেওয়া মূল্যায়ন, যা মূলত প্রচলিত পরীক্ষা। আর ধারাবাহিক মূল্যায়ন হলো- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সারা বছরে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্যায়ন। দুই বছর না যেতেই সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছে সরকার। তবে ছোট শিশুদের ওপর পরীক্ষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কতটা যৌক্তিক, সে প্রশ্নও উঠেছে। নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ১ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। চিঠিতে বলা হয়, গত ২৬ জানুয়ারি প্রাথমিক স্তরে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বাস্তবায়নের জন্য পরিমার্জিত মূল্যায়ন নির্দেশিকা নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রাম বন্দরে আটকে আছে আট হাজার কোটির পণ্য

চট্টগ্রাম বন্দরে লাগাতার কর্মবিরতি চলছে। স্বাভাবিক সময়ে এখানে প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই হাজার কনটেইনারে পণ্য রপ্তানি হয়। লাগাতার কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিন গতকাল বুধবার চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এক কনটেইনার পণ্যও রপ্তানি হয়নি। আন্দোলনকারীদের বাধার মুখে কোনো জাহাজ বন্দর জেটি ছেড়ে যেতে না পারায় পণ্য রপ্তানি হয়নি। লাগাতার কর্মবিরতির কারণে পণ্য রপ্তানি না হওয়ায় বন্দর চত্বর, জেটিতে থাকা ১০টি জাহাজ ও বেসরকারি ডিপোতে আটকে আছে প্রায় ১৩ হাজার একক রপ্তানি পণ্যের কনটেইনার। এসব কনটেইনারে থাকা পণ্যের মূল্য আনুমানিক ৬৬ কোটি ডলার বা প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডিপিওয়ার্ল্ডের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে এই কর্মবিরতি চলছে। গত শনিবার থেকে তিনদিন আট ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালনের পর মঙ্গলবার থেকে আন্দোলনকারীরা লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন। এতে বন্দর অচল হয়ে গেছে। গত অর্থবছরের হিসাবে দেশের মোট রপ্তানির ৯১ শতাংশই হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। অথচ টানা পাঁচদিন ধরে বন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হলেও, অচলাবস্থা নিরসনে সরকারের কোনো সংস্থার দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। এতে রপ্তানি খাতে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ হলে তৈরি পোশাক শিল্পই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার কারণ আমদানি-রপ্তানির সিংহভাগই তৈরি পোশাক শিল্পের। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি না হলে বিদেশি ক্রেতারা মূল্যছাড় চাইবে। এমনকি ক্রয়াদেশ বাতিলও করতে পারে। চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ায় খবর ইতোমধ্যে বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। তারা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী আরও বলেন, বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কাঁচামাল পেতে দেরি হবে। সেটি হলে পুরো সরবরাহ ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। পোশাক তৈরিতে সময় কম পাওয়া যাবে। কোনো কারণে সময়মতো তৈরি পোশাক রপ্তানি না করা গেলে, লোকসানের মুখে পড়তে হবে তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক মেডিটেরানিয়ান শিপিং কোম্পানির (এমএসসি) জাহাজ এমএসসি পোলো-২ গত ৩১ জানুয়ারি আমদানি কনটেইনার নিয়ে বন্দর জেটিতে ভেড়ে। জাহাজটি ৭৪৯ একক রপ্তানি কনটেইনার নিয়ে ২ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে জেটি ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু আন্দোলনের কারণে জাহাজটি এখনো জেটিতে আটকে আছে। এমএসসির একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, এই কনটেইনারগুলো সিঙ্গাপুরে নামিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকাগামী বড় জাহাজে তোলার সূচি ছিল। তিনদিনেও জাহাজটি ছাড়তে না পারায়, পুরো সময়সূচি ভেঙে পড়েছে। ফলে, সময়মতো পণ্য বিদেশি ক্রেতার হাতে পৌঁছাচ্ছে না। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

দুই কিশোরের কথা-কাটাকাটির জেরে মধ্যরাতে সংঘর্ষে জড়ালেন পাঁচ গ্রামের মানুষ

সিলেটে দুই কিশোরের কথা-কাটাকাটির জেরে মধ্যরাতে সংঘর্ষে জড়ালেন পাঁচ গ্রামের মানুষ। এক পক্ষে দুই গ্রামের, আরেক পক্ষে তিন গ্রামের মানুষ ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। বুধবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে তেমুখী এলাকায় এই সংঘর্ষ হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ইট-পাটকেল ছোড়েন দুই পক্ষ। এই সময় সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জালালাবাদ থানার পুলিশ জানিয়েছে, তেমুখী এলাকার পার্শ্ববর্তী কুমারগাঁও ও সাহেবেরগাঁও গ্রামের দুই কিশোরের কথা-কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষের সূত্রপাত। পরে কুমারগাঁওয়ের লোকজনের পক্ষে নাজিরেরগাঁও এবং সাহেবেরগাঁওয়ের লোকজনের পক্ষে ছড়ারগাঁও ও কালিরগাঁওয়ের লোকজন যুক্ত হন। সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলে। এ ঘটনায় ওই সময় যানচলাচল বন্ধ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হন। তবে প্রাথমিকভাবে কারও নাম-পরিচয় জানা যায়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে, পুলিশ আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানার পাশাপাশি, সংঘর্ষের কারণ জানারও চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছে। গতকাল দিবাগত রাত সোয়া ১টার দিকে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার

(গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ”শুরুতে কেউ কেউ সংঘর্ষের ঘটনাটি রাজনৈতিক বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে তথ্য পাওয়া যায়নি। ঝগড়ার মূল কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। মূলত দুই গ্রামবাসীর মধ্যে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশের পাশে থাকতে ভারতের ম্যাচ বয়কট : পাক প্রধানমন্ত্রী

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়ার পর তাদের পাশে দাঁড়াতেই ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। বুধবার তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের বলেন, ”আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে খুব স্পষ্ট একটা অবস্থান নিয়েছি। আমরা মনে করি, ক্রিকেট নিয়ে কোনো রাজনীতি হওয়া উচিত নয়। তাই আমরা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলছি না।„ পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণ টেলিভিশনে লাইভ সম্প্রচার করা হয়। এর আগে, ভারতের ম্যাচ বয়কটের কথা বললেও, তার কোনো কারণ দেখায়নি পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সেই কারণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ”আমি মনে করি, আমরা ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।„ আইসিসি অবশ্য পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তের পর জানিয়েছিল, পাকিস্তানের বোঝা উচিত, তাদের এই সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া হবে এবং বিশ্ব ক্রিকেটের ইকোসিস্টেমের উপর এর প্রভাব পড়বে। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে ম্যাচ না খেললে আইসিসিকে লক্ষ লক্ষ ডলার খোয়াতে হবে। এর ফলে, পাকিস্তান বোর্ডও আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আইসিসি এখন ম্যাচ বয়কট পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জামায়াতের আমিরের অ্যাকাউন্ট হ্যাকের ঘটনায় বঙ্গভবনের কর্মকর্তার জামিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট হ্যাকের ঘটনায় বঙ্গভবনের সহকারী প্রোগ্রামার মোহাম্মদ ছরওয়ারে আলমের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ আইনে এ মামলা করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জুনাইদের আদালত এই আদেশ দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. আবদুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, আজ দুপুরের দিকে আদালতে এনে লক-আপে রাখা হয় আসামি ছরওয়ারে আলমকে। বেলা ৩টার দিকে তাকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়। গত শনিবার বিকেলে জামায়াতের আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে ইংরেজিতে একটি পোস্ট দেওয়া হয়। নারীকে অবমাননা করা পোস্টটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। এমন পরিস্থিতিতে দিবাগত রাত ১২টা ৪০ মিনিটে জামায়াতের অফিসিয়াল ফেসবুক পোস্টে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, সাইবার হামলার মাধ্যমে জামায়াতের আমিরের নামে মিথ্যা বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জামায়াতের পক্ষ থেকে হাতিরঝিল থানায় সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করা হয়। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স অডিটরিয়ামের পূর্ব পাশের সরকারি কোয়ার্টার থেকে ছরওয়ারে আলমকে আটক করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়। জব্দ করা হয় তার মুঠোফোন ও ল্যাপটপ। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

নির্বাচনে প্রয়োজনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, তবে আইনের বাইরে নয় : সেনা সদর

নির্বাচনি কেন্দ্রগুলোর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে সেনাবাহিনী অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করতে পারে, তবে তা হবে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত `রুলস অব এনগেজমেন্ট, অনুসরণ করে বলে জানিয়েছেন সেনা সদরের সামরিক অপারেশনস পরিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে, রাজধানীর গুলিস্তানে রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে `ইন এইড টু সিভিল পাওয়ারের, আওতায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। নির্বাচনি কেন্দ্রগুলোর অবস্থা বিবেচনায় যদি অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর রুলস অফ এনগেজমেন্টটা কী হবে? বিজিবি বলেছে, তারা কোনো অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করবে না। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কী করবে? জানতে চাইলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন বলেন, সেনাবাহিনীর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এনগেজমেন্ট বলে দেওয়া আছে। আমরা আইনের আওতায় থেকে সে রুলস অফ এনগেজমেন্ট অনুসরণ করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে থাকি। যদি সত্যি সত্যি কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তাহলে রুলস অফ এনগেজমেন্টে যে ক্রমান্বয়ে বলপ্রয়োগের মাত্রা বৃদ্ধির একটা প্রক্রিয়া আছে, সেটা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভোটের দিন, আগে কিংবা পরে মব হলে সেনাবাহিনীর কী ভূমিকা থাকবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, মবের ইনসিডেন্ট আমরা দেখেছি। বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কমিশন, অসামরিক প্রশাসন এবং সব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি, সশস্ত্র বাহিনী একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা যা করণীয়, তা করতে বদ্ধপরিকর। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে গিয়ে যা

করণীয়, আইন অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি, সশস্ত্র বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ আসাদ)

ভোটারদের আস্থা বাড়াতে কেন্দ্রের আঙিনা পর্যন্ত থাকবেন সেনা সদস্যরা : সেনা সদর

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন পরিবেশ নিশ্চিতে এক লাখ সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনা সদর। আগের নির্বাচনে যেখানে সর্বোচ্চ ৪০ থেকে ৪২ হাজার সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দূরবর্তী এলাকায় অবস্থান করতেন, সেখানে এবার প্রথমবারের মতো ভোটকেন্দ্রের আঙিনা পর্যন্ত টহলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের নিরাপদে কেন্দ্রে যাতায়াত ও আস্থা ফিরিয়ে আনতেই বাড়তি সেনা সদস্য মোতায়েন জোরদার করা হয়েছে, যা ২০ জানুয়ারি থেকে কার্যকর রয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর গুলিস্তানের রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার, কর্মসূচির আওতায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সেনা সদরের সামরিক অপারেশনস পরিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান মোহাম্মদ মনজুর হোসেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনে সার্বক্ষণিক থাকবে হেলিকপ্টার, পরিবহণ, বিমান, ইউএভি : বিমানবাহিনী প্রধান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট কার্যক্রমে সরাসরি সহায়তার লক্ষ্যে বিমানবাহিনীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক হেলিকপ্টার, পরিবহণ, বিমান ও ইউএভি সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকবে। বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে রাজধানীতে বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশারে মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত বিমানবাহিনী সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের আইএসপিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বিমানবাহিনী প্রধান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে বিমানবাহিনীর সদস্যদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা দেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও নির্বাচনি আচরণবিধি অনুসরণ এবং প্রয়োগের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন। সফলতার সঙ্গে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত বিমানবাহিনীর সব সদস্য সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে কর্তব্য পালন করবে বলে বিমানবাহিনী প্রধান আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ আসাদ)

অপরাধ করলে প্রধানমন্ত্রীও ছাড় পাবেন না : জামায়াত আমির

একজন সাধারণ নাগরিক অপরাধ করলে যে শাস্তি ভোগ করতে হয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী একই অপরাধে জড়ালে তার ক্ষেত্রেও সমান শাস্তি কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "সাধারণ মানুষ অপরাধ করলে যে শাস্তি দেওয়া হয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী একই অপরাধে জড়ালেও, তার ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম থাকবে না। আমরা চাই, এই ন্যায্যবিচার ব্যবস্থা পুরো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হোক। এই বিচার সবার জন্য প্রযোজ্য হবে- মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টানসহ দেশের সব ধর্মের মানুষের জন্য। তিনি বলেন, যখন এমন ন্যায্যবিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আর কাউকে চাঁদাবাজির শিকার হতে দেওয়া হবে না। চাঁদাবাজির সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। যারা চাঁদাবাজ, তাদের ধরিয়ে এনে কাজে নিয়োজিত করা হবে। তারা সেদিন দেশ গড়ার কাজে অংশ নেবেন। বর্তমানে যারা দুর্নীতিতে জড়িত, তাদেরও আর দুর্নীতি করার সুযোগ থাকবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ আসাদ)

অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক ভোটের অপেক্ষায় ইইউ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সব দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। একইসঙ্গে ১২ ফেব্রুয়ারি একটি স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও নির্ভরযোগ্য নির্বাচন দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইইউ,র ইলেকশন অবজারভেশন মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ইভার্স ইজাবস এ কথা বলেন। ইভার্স ইজাবস বলেন, গণতান্ত্রিক ও উন্নত বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যে দৃঢ় সম্পর্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এখানে কোনো পরামর্শ দিতে বা কোনো কিছু সংশোধন করতে আসিনি। আমাদের মূল কাজ হলো- নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা এবং মিশন শেষে আমাদের পর্যবেক্ষণগুলো তুলে ধরা। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের জন্য শুভ কামনা জানাচ্ছি। আমরা চাই, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একটি স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচন; এবার ৬৫৭ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মনোনয়ন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটের আগে, ভোটের দিন ও পরবর্তী সময়ে নির্বাচনি অপরাধ দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ৬৫৭ জন বিচারককে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন দিয়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবের কাছে পাঠিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ। মনোনয়নের চিঠিতে বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় ভোটগ্রহণের আগের দুইদিন, ভোটের দিন এবং ভোটগ্রহণের পরের দুই দিন মিলিয়ে মোট পাঁচদিন ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জন্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে জুডিসিয়াল সার্ভিসেল ৬৫৭ জন বিচারককে মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ন্যস্ত করা হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ আসাদ)

ভোটকেন্দ্রের বডি ক্যামেরায় নির্বাচনি নজরদারি সরাসরি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে ভোটকেন্দ্রে ২৫ হাজারের বেশি বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের শরীরে সংযুক্ত এ ক্যামেরায় সারা দেশের ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হবে। একইসঙ্গে দেওয়া যাবে নির্দেশনা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এবার সারা দেশে মোট ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার ৭৭৯টি। এর মধ্যে ২৫ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের শরীরে বডি ক্যামেরা থাকবে। ভোটগ্রহণ শুরুর আগ মুহূর্ত থেকে শুরু করে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রের সার্বিক পরিবেশ, ভোটার আগমন, ব্যালট দেওয়ার প্রক্রিয়াসহ যে-কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এসব ক্যামেরায় রেকর্ড থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ রিহাব)

চার দিনে দেশে এলো ৬১৭৩ কোটি টাকার প্রবাসী আয়

চলতি মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম চার দিনে ৫০ কোটি ৬০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে দেশে। দেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে) এর পরিমাণ ৬ হাজার ১৭৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার বা প্রায় এক হাজার ২৫ কোটি টাকা বেশি এসেছে। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ৪২ কোটি ২০ লাখ ডলার। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, চলতি মাস ফেব্রুয়ারির চার দিনে ৫০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। গত বছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ৪২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে হিসেবে চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ১৯.৮ শতাংশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশ গ্যাস সংশোধন অধ্যাদেশের নীতিগত চূড়ান্ত অনুমোদন

বাংলাদেশ গ্যাস সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৬ এর নীতিগতভাবে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। অধ্যাদেশটি অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও চুরির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে এবং দেশের বার্ষিক কোটি কোটি টাকার ক্ষতির ঝুঁকি কমাবে। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বিকেলে বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান। প্রেস সচিব জানান, অধ্যাদেশটি অবৈধ সংযোগের সংজ্ঞা বিস্তৃত করেছে। এর মাধ্যমে কেবল সরবরাহ লাইনে অবৈধ সংযোগ নয়, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বা অন্যের সহায়তায় গ্যাস ব্যবহার করাও অপরাধ হিসেবে ধরা হবে। এছাড়া, নন মিটার গ্রাহকদের দণ্ড ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে ভবন ও ফ্ল্যাট মালিক এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাস কোম্পানির কর্মীদের ক্ষেত্রে আইন কার্যকর করা যায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ রিহাব)

এলপি গ্যাসে কর পুনর্বিন্যাসে দাম কমার সম্ভাবনা

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) ওপর করের বোঝা কমাতে কর কাঠামো পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপিত ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ২ শতাংশ আগাম কর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। একইসঙ্গে এলপি গ্যাসের আমদানি পর্যায়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের এক সভায় আগাম কর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ রিহাব)

পুলিশের উর্ধ্বতন ৮ কর্মকর্তাকে বদলি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ছয় দিন। এর মধ্যেই বাংলাদেশ পুলিশের ৮ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ শাখা-১ এর উপ-সচিব মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ বদলি করা হয়। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। বদলির আদেশ পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত ডিআইজি এম এ জলিলকে ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) অতিরিক্ত ডিআইজি মো. সাইফুজ্জামান ফারুকীকে ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেনকে গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া, রাজশাহীর সারদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বর্তমানে সুপার নিউমারারি পুলিশ সুপার (এসপি) সাহেব আলী পাঠানকে জিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি), রাজশাহীর সারদার অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ জাবেদুর রহমানকে সিআইডি, এস এম আশরাফুজ্জামানকে শিল্পাঞ্চল পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি, রাজশাহীর রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত অতিরিক্ত ডিআইজি মো. রশীদুল হাসানকে রংপুর পিটিসিতে সংযুক্ত ও ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) এবং বর্তমানে সুপার নিউমারারিতে অতিরিক্ত ডিআইজি হওয়া মোহাম্মদ রবিউল হোসেন ভুঁইয়ার এন্টি-টেরোরিজম ইউনিটের বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে কূটনীতিকরা কোনো চাপ সৃষ্টি করেননি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বিদেশি কূটনীতিকরা কোনো চাপ সৃষ্টি করেননি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে কূটনীতিকদের কোনো চাপ আছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, ”আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে এসেছেন, তাদের কেউ কেউ বিষয়টি জানতে চেয়েছেন, সবাই নয়। তবে কেউ কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করেননি। কেউ বলেননি, এটা আপনাদের করা উচিত বা উচিত না।„ উপদেষ্টা আরও বলেন, ”কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করছে কি না। আমি বলেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৫.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

US MUST BE PRUDENT WHEN SUPPLYING ARMS TO TAIWAN: XI TELLS TRUMP

China's leader Xi Jinping has called Taiwan "the most important issue" in China-US relations during a phone call with US President Donald Trump. Xi told Trump to be "prudent" when supplying weapon to the island, state media report, adding that he attached "great importance" to ties with Washington and hoped both sides would find ways to resolve their differences. Trump cast Wednesday's call as "excellent" and "long and thorough". The call followed a flurry of visits by Western leaders, including the UK's Prime Minister Sir Keir Starmer, to China in recent months, hoping to reset relations with the world's second-largest economy. (BBC News Web Page: 05/02/26, FARUK)

FEARS OF NEW ARMS RACE AS US-RUSSIA NUCLEAR WEAPONS TREATY EXPIRES

The last nuclear weapons control treaty between the US and Russia has expired, raising fears of a new arms race. The Strategic Arms Reduction Treaty, known as "New START" and signed in 2010, was one of a handful of agreements designed to help prevent a catastrophic nuclear war. UN Secretary General Antonio Gutierres has said its end "marks a grave moment for international peace and security" and called on Russia and the US to negotiate a successor framework "without delay". Its expiry, at midnight GMT, effectively marked an end to the arms control co-operation between Washington and Moscow that helped bring an end to the Cold War. (BBC News Web Page: 05/02/26, FARUK)

55,000 UKRAINIAN SOLDIERS KILLED IN WAR WITH RUSSIA: ZELENSKY

The number of Ukrainian soldiers killed on the battlefield in the four years of war with Russia is 55,000, President Volodymyr Zelensky has said. Zelensky announced the figure in an interview with France 2 TV on Wednesday. Additionally, a large number of people are considered officially missing, he said. While both Kyiv and Moscow have regularly published estimates of the other side's losses, they have been reluctant to detail their own. However, the BBC has confirmed the names of almost 1,60,000 people killed fighting on Russia's side in Ukraine. (BBC News Web Page: 05/02/26, FARUK)

GEN Z TOPPLED AN AUTOCRAT - BUT OLD GUARD TIPPED TO WIN BD VOTE

Rahat Hossain was almost killed trying to save his friend in a youth uprising that became one of the bloodiest episodes in Bangladesh's history. Footage of him trying to pull Emam Hasan Taim Bhuiyan, who'd been shot by police, to safety went viral during a revolution that toppled the country's leader. During a crackdown on protests on 20 July 2024, Hossain, 24, and Bhuiyan, 19, took shelter at a Dhaka tea stall but police dragged them out, best them and ordered them to run. Bhuiyan was shot. Seeing him sprawled on the ground, Hossain began dragging him away, but police kept shooting. Hossain felt a bullet strike his own leg. "I had to leave him behind," Hossain says. Bhuiyan was later declared dead in hospital. Violence like this became the catalyst that turned student-led demonstrations into a mass protest nationwide, with its epicentre in the capital, Dhaka. Within a fortnight, the government had been swept from power, with Prime Minister Sheikh Hasina fleeing the country. Up to 1,400 people died during the protests, the vast majority killed in the security crackdown ordered by Hasina, according to the United Nations. Hasina's downfall seemed to promise a new age. The uprising was considered the first and most successful of a series of Gen Z protests around the world. Some student leaders in Bangladesh went on to hold key posts in an interim government, trying to shape the kind of country they had taken to the streets to fight for. They were expected to play a role in the country's future administration, after decades of rule by Hasina's Awami League and the rival Bangladesh Nationalist Party (BNP). But as general elections loom next week, the students newly formed political party is badly fractured and women in the movement largely sidelined. With the Awami League banned, other long-established parties are filling the vacuum. Hossain joined the 2024 student-led demonstrations - which brought together young men and women, secular and religious - initially to protest against new quotas in civil service jobs, but kept going as they morphed into "a single shared objective" to end "autocratic rule". However, the interim government has failed to produce the "beautiful Bangladesh based on peace, equality, justice and fairness" he had hoped for, he told the BBC. He isn't alone in feeling the student-led National Citizen Party (NCP) is too inexperienced. Instead, he's impressed by another, much older party: Jamaat-e-Islami. It's an Islamist party which has served as a minor coalition partner, but gained momentum of its own in the run-up to the 12 February election, from which the Awami League is banned. Established in 1941, Jamaat has always been dogged by its stance during Bangladesh's 1971 war of independence from Pakistan. Hundreds of thousands of people were killed, and more than 10 million fled their homes. Some of Jamaat's politicians were accused of collaborating with then West Pakistan. But that history does not seem to bother Hossain, who believes Jamaat has modernized. "Jamaat supported the comrades of the July uprising and the students in various ways," he explains. Jamaat's leader Shafiqur Rahman told the BBC the party is pledging to end corruption and restore the judiciary's independence - claims that will be hard to deliver in a country with historically high levels of corruption, but which have resonated with many. Professor Tawfique Haque of North South University in Dhaka says most younger voters, born long after 1971, can separate Jamaat from its history and don't see it as a red line. "It's a generational issue," he says, arguing they don't want to be "bogged down with this debate". Instead, younger voters have seen the party as a fellow victim of Hasina's rule, according to Haque, banned from politics and many of its politicians in jail. Hossain is not the only one turning to Jamaat: candidates backed by the party's student wing won a landslide during student elections at Bangladesh's top universities last September, in a vote seen as a bellwether of the national mood. Notably, it was the first time since independence that an Islamist party had won control of the student union at Bangladesh's prestigious Dhaka University. It was also the first major sign of trouble for the student leaders, in a country where about four in 10 voters are under 37. The lack of faith in the NCP is a major blow to the student leaders. (BBC News Web Page: 05/02/26, FARUK)

:: THE END ::